সোনামণি প্রতিভা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

৬৮তম সংখ্যা নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০২৪
www.ahlehadeethbd.org/protiva

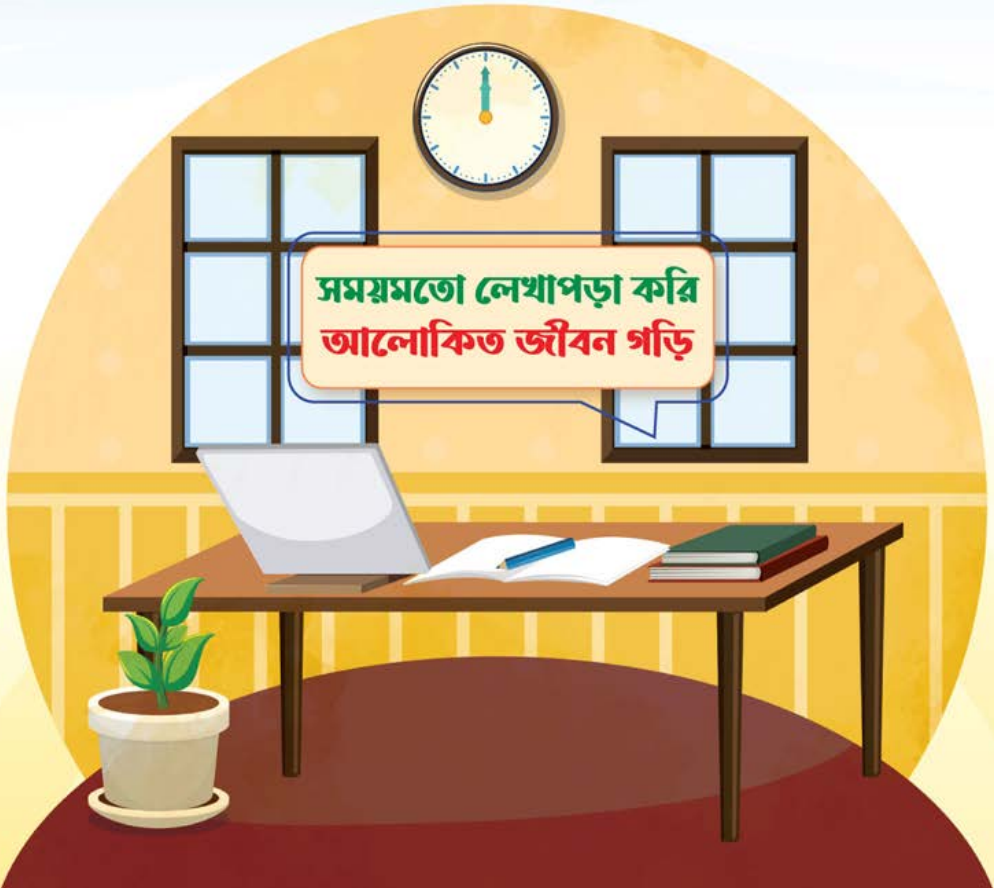

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর '১২ হতে দ্বি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন 'সোনামণি'-এর মুখপত্র

সোনামণি প্রতিভা

নিয়মিত বিভাগ সমূহ :

- কুরআনের আলো
- হাদীছের আলো
- বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ
- এসো দো'আ শিখি
- রহস্যময় পৃথিবী
- ভ্রমণ স্মৃতি
- আন্তর্জাতিক পাতা
- আমার দেশ
- যাদু নয় বিজ্ঞান
- হাদীছের গল্প
- গল্পে জাগে প্রতিভা
- একটু খানি হাসি
- বহুমুখী জ্ঞানের আসর
- কবিতা
- সাহিত্যাঙ্গন
- ইতিহাস
- চিকিৎসা
- অজানা কথা
- ম্যাজিক ওয়ার্ড
- মতামত ও প্রশ্নোত্তর
- ভাষা শিক্ষা

লেখা আহ্বান :

মেধাবী সোনামণি, দায়িত্বশীল এবং নবীন লেখকদের নিকট থেকে 'সোনামণি প্রতিভা'র জন্য উপরোক্ত বিভাগ সমূহে সোনামণিদের পাঠ উপযোগী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। সাথে সাথে সোনামণিদেরকে কলমী জিহাদে উৎসাহিত ও সার্বিক সহযোগিতা করতে অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

আপনার সোনামণির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে আজই সংগ্রহ করুন

সার্বিক যোগাযোগ :

সম্পাদক : ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭

নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৬৭-৪৫০৩৪৯

সোনামণি প্রতিভা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

৬৮তম সংখ্যা

নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০২৪

♦ **উপদেষ্টা সম্পাদক**

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম

♦ **সম্পাদক**

রবীউল ইসলাম

♦ **নির্বাহী সম্পাদক**

নাজমুন নাঈম

♦ **ব্যবস্থাপনা সম্পাদক**

মাহফূয আলী

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা)

নওদাপাড়া (আমচত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩

সম্পাদক : ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭

নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৬৭-৪৫০৩৪৯

সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭০৯-৭৯৬৪২৪ (বিকাশ)

সোনামণি কেন্দ্রীয় অফিস : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩

Email : sonamoni23bd@gmail.com

Facebook page : sonamoni protiva

মূল্য : ২০ (বিশ) টাকা মাত্র

সোনামণি (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন) কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

- **সম্পাদকীয়**
  - ভয় নয় সাধনা কর! ০২
- **কুরআনের আলো** ০৩
- **হাদীছের আলো** ০৪
- **প্রবন্ধ**
  - সময়ানুবর্তিতা ০৫
  - রাসূলুল্লাহ (ছা.)-ই মানব জীবনের সর্বোত্তম আদর্শ ১১
- **হাদীছের গল্প**
  - মি'রাজ একটি মু'জিযা ১৬
- **কবিতাগুচ্ছ** ১৭
- **এসো দো'আ শিখি** ১৯
- **গল্পে জাগে প্রতিভা**
  - রাজা ও কুকুর ২০
- **বহুমুখী জ্ঞানের আসর** ২১
- **খাদ্যের পুষ্টিগুণ** ২২
- **সোনামণি সংলাপ**
  - যুলুমের পরিণাম ২৪
- **প্রস্তাবনাসমূহ** ২৮
- **সোনামণির কলম** ২৯
- **সংগঠন পরিক্রমা** ৩১
- **প্রাথমিক চিকিৎসা** ৩৫
- **ভাষা শিক্ষা** ৩৭
- **বন্ধুত্বের আদব** ৩৯

ভয় নয় সাধনা কর!

প্রিয় সোনামণিরা! দেখতে দেখতে আমাদের জীবন থেকে আরো একটি বছর বিদায় নিতে চলেছে। দেশের নানা সমস্যার কারণে তোমাদের পড়াশুনার বিরাট ক্ষতি হয়েছে। যা তোমরা কখনো কামনা করনি। তোমাদের এই ক্ষতির জন্য আমরাও ব্যথিত, দুঃখিত ও মর্মাহত। তবে যে সময় চলে গেছে তা আর কখনোই ফিরে পাওয়া যাবে না। আফসোস করেও কোন লাভ হবে না।

মনে রেখো, মুমিন কখনোই নিরাশ হয় না। হতাশ হয়ে সবকিছু ছেড়ে দেয় না। কারণ আমাদের মহান প্রতিপালক হতাশ হতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, 'তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না *(যুমার ৩৯/৫৩)*। অন্যত্র তিনি আরো বলেন, 'আর তোমরা হীনবল হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না। তোমরাই বিজয়ী, যদি তোমরা মুমিন হও' *(আলে ইমরান ৩/১৩৯)*।

একজন প্রকৃত মুমিন আল্লাহ্র প্রতি পূর্ণ ভরসা রেখে সম্মুখ পানে এগিয়ে যাবে। অলসতার চাদর ফেলে সাহসের বর্ম পরিধান করবে। অযথা সময় নষ্ট করবে না। সময়ের কাজ সময়ে করবে। উর্দূতে একটি প্রবাদ আছে *'আজ কা কাম কাল পার নাহ ডালো'*। অর্থাৎ আজকের কাজ আগামীকালের জন্য রেখে দিও না। তোমরা সাহস কর, উদ্যমী হও, দেখবে তোমাদের ক্ষতি পূরণ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ!

সোনামণি বন্ধুরা! সময়ের পরিবর্তন হয়েছে। দেশের পরিস্থিতি আগের থেকে ভালোর দিকে যাচ্ছে। আমরা চাই আমাদের এই দেশ সোনার দেশে পরিণত হোক। যেখানে থাকবে না কোন অন্যায়, যুলুম, অবিচার। সবাই ন্যায়বিচার পাবে। একজন পথ শিশু তার ন্যায্য অধিকার ফিরে পাবে। একজন অভুক্ত পেটপুরে আহার করবে। কেউ কারো দ্বারা কষ্ট ও আঘাত পাবে না। এ জন্য আমাদের রাসূলের বাণী স্মরণে রাখতে হবে। তিনি বলেছেন, 'প্রকৃত মুসলিম সেই, যার মুখ ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে' *(বুখারী হা/১০)*।

আমরা এই হাত দ্বারা কাউকে কষ্ট দিব না। যুলুম করব না। কারো কোন কিছু না বলে নিব না। কাউকে গালি দিব না। কারো সাথে মিথ্যা কথা বলব না। কারো দোষত্রুটি অন্যের কাছে প্রকাশ করব না। কখনো পিতা-মাতা ও বড়দের অবাধ্য হবনা।

প্রিয় বন্ধুরা! যদি আমরা এই শপথ নিতে পারি তাহলে আমাদের দ্বারা নতুন সোনার বাংলাদেশ গড়ে উঠবে। যেখানে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে। মিথ্যা দূরীভূত হবে ইনশাআল্লাহ!

যুলুম

আবু তাহের মিছবাহ
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি

وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا فِيْ الْأَرْضِ جَمِيْعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوْءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ

'আর যদি যালেমদের নিকট পৃথিবীর সকল সম্পদ থাকে এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরও থাকে, তথাপি তারা ক্বিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি হতে বাঁচার জন্য মুক্তিপণ হিসাবে তা অবশ্যই দিয়ে দিবে। অথচ সেদিন আল্লাহ্র পক্ষ হতে তাদের জন্য এমন শাস্তি প্রকাশিত হবে, যা তারা কল্পনাও করেনি' *(যুমার ৩৯/৪৭)*।

উল্লিখিত আয়াত থেকে দু'টি বিষয় বুঝা যায়। ১. ক্বিয়ামতের দিন যালেমদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি, যা থেকে মুক্তির জন্য তারা তীব্র প্রচেষ্টা চালাবে। ২. ক্বিয়ামতের দিন মানুষ নিঃস্ব, অসহায় থাকবে। পৃথিবীর বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ ও ক্ষমতা তার কোন কাজে আসবে না।

আল্লাহ মানুষকে সতর্ক করার জন্য পাপ কাজের নির্ধারিত শাস্তি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু যালেমের জন্য নির্দিষ্ট কোন শাস্তি বর্ণিত হয়নি। কারণ যুলুমের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে আল্লাহ যালেমের শাস্তি প্রদান করবেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেন, 'কেউ যদি অন্যায়ভাবে কোন ভাইয়ের এক বিঘত জমি দখল করে, তাহলে ক্বিয়ামতের দিন তার গলায় সাত তবক যমীন ঝুলিয়ে দেওয়া হবে' *(বুখারী হা/২৪৫৪)*। এরূপ সকল প্রকার যুলুমের জন্য নির্ধারিত রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি।

যুলুমের এই ভয়াবহ শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য সেদিন যালেমরা আপ্রাণ চেষ্টা চালাবে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেছেন, 'কেউ কারো প্রতি যদি সম্মানের ব্যাপারে বা কোন কিছুর ব্যাপারে অত্যাচার করে থাকে, তাহলে আজকেই সে যেন তা সমাধান করে নেয়, ঐদিন আসার পূর্বে, যেদিন তার নিকট কোন অর্থ-সম্পদ থাকবে না। ঐদিন সৎ আমল থাকলে অন্যায় পরিমাণ নিয়ে নেয়া হবে। আর সৎ আমল না থাকলে তার পাপগুলো নিয়ে অপরাধীর উপর চাপিয়ে দেয়া হবে' *(বুখারী হা/২৪৪৯)*। তাই মৃত্যুর পূর্বে যাবতীয় যুলুম থেকে ফিরে আসতে হবে। আর কারো প্রতি যুলুম হলে তার নিকট ক্ষমা নিতে হবে।

যুলুম

নাজমুন নাঈম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِتَّقُوْا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوْا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوْا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُمْ-

জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেছেন, ‘তোমরা যুলুম থেকে বেঁচে থাক। কেননা যুলুম ক্বিয়ামতের দিন গাঢ় অন্ধকার হয়ে দেখা দিবে। আর তোমরা কৃপণতা থেকে বেঁচে থাক। কেননা কৃপণতা তোমাদের পূর্ববর্তী কওমকে ধ্বংস করেছে। এটি তাদেরকে রক্তপাত করতে ও হারামসমূহকে হালাল করতে উৎসাহিত করেছে’ *(মুসলিম হা/৬৭৪১)*।

যুলুম একটি কবীরা গুনাহ। ক্বিয়ামতের দিন যার জন্য কঠিন শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। যুলুম কী? যুলুম হলো প্রকৃত হকদারকে তার ন্যায্য পাওনা না দিয়ে অন্যায়ভাবে অন্যকে প্রদান করা। আরো সহজভাবে বলা যায়, কাউকে তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা।

যুলুম প্রধানত তিন প্রকার। এক. আল্লাহ্র প্রতি যুলুম। সৃষ্টিকর্তা হিসাবে একমাত্র আল্লাহই আমাদের ইবাদত পাওয়ার হকদার। ফলে যথাযথভাবে তাঁর ইবাদত না করা বা অন্যকে তাঁর সাথে শরীক করা সবচেয়ে বড় যুলুম। আল্লাহ বলেন, ‘নিশ্চয়ই শিরক সবচেয়ে বড় যুলুম বা মহাপাপ’ *(লোকমান ৩১/১৩)*।

দুই. নিজের নফসের প্রতি যুলুম বা অবিচার করা। কুফরী, মুনাফিক্বী, আল্লাহ্র বিধান অমান্য করা, ছালাত পরিত্যাগ করা, কৃপণতা ও অলসতা করা বা কোন পাপ কাজে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়াই হলো নফসের প্রতি যুলুম। আল্লাহ বলেন, ‘আল্লাহ তাদের উপর যুলুম করেননি। বরং তারাই নিজেদের উপর যুলুম করত’ *(নাহল ১৬/৩৩)*।

তিন. অন্যের প্রতি যুলুম। কোন ভাইয়ের সম্মান নষ্ট করা, অন্যায়ভাবে আহত বা নিহত করা, অন্যের সম্পদ দখল করা, কাউকে তার প্রাপ্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা ইত্যাদি ব্যক্তির প্রতি যুলুম।

সময়ানুবর্তিতা

রবীউল ইসলাম
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি

ভূমিকা : নশ্বর এ পৃথিবীতে মানুষের আয়ুষ্কাল খুবই সামান্য। এ ক্ষুদ্র জীবনে মানুষ কত কিছুই না স্বপ্ন দেখে। কারো সাধ পূর্ণ হয় কারো হয় না। কেউ কেউ পারে জীবনকে থরে থরে সাজাতে আবার কাউকে শুধু ব্যর্থতা ও অপূর্ণতা নামক বেদনার ঝুলি কাঁধে নিয়ে চিরদিনের মত চলে যেতে হয়। এ জগত সংসারে জয়মাল্য তাদের ভাগ্যেই জোটে যারা সময়ের কাজ সময়ে করতে পারে। প্রতি মুহূর্তকে যারা তিল তিল করে সৎ পথে কাজে লাগায় তারাই শ্রেষ্ঠ ও সফল মানুষ। তারা যেমন দুনিয়াবী জীবনে সফলতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করে, ঠিক তেমনি পরকালের জীবন হয় মসৃণ। বিন্দু বিন্দু পানি থেকেই সাগরের সৃষ্টি। অমনিভাবে বিন্দু বিন্দু সময় থেকেই মানুষের আয়ুষ্কাল। সময়ের মূল্য যে বোঝে না, যে কেবল হেলায়-খেলায়, রং তামাসায় সময় নষ্ট করে; তার জন্য অপেক্ষা করে দুঃখ ও আলোহীন রজনীর ন্যায় অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশ। ইংরেজীতে একটি কথা আছে- Time is money অর্থাৎ সময়ই অর্থ।

সময়ের পরিচয় : সময়ের সাধারণ পরিচয় হলো- বছর, যুগ অথবা ঘড়ির নির্দিষ্ট ঘণ্টা, মিনিট অথবা সেকেন্ড। সময়কে এভাবে বণ্টন করেছে ব্যাবেলিয়ানরা। তবে মানুষের কর্মকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে এই বণ্টন সময়ের সঠিক পরিচয় বহন করে না। সময়ের সঠিক পরিচয় হলো- মুহূর্ত বা ক্ষণ, যার স্রোত সবর্দা ভবিষ্যৎ থেকে অতীতের দিকে বয়ে চলে *(মাহমুদুল হক সিদ্দীক, সময়, পৃ. ২১)*। কাল ও সময়ের মধ্যে একটু সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে, সময় হলো কালের একটি অংশ, যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَوْقُوتًا 'নিশ্চয় ছালাত মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত হয়েছে' *(নিসা ৪/১০৩)*। সুতরাং ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে সময় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সময়ের অবহেলা করে কেউ ছালাত আদায় করলে উপযুক্ত ফলাফল থেকে বঞ্চিত হতে হবে।

সফলতা ও ব্যর্থতার মেরুদণ্ড সময় : সময়ের সদ্ব্যবহার বয়ে আনে সফলতার উজ্জ্বল আলো, আর সময়ের সঙ্গে অসদাচরণ বয়ে আনে ব্যর্থতার যন্ত্রনাময় আঁধার। সময়ের সঙ্গে আছে মানব জীবনের নিবিড় সম্পর্ক। যা পৃথিবীর ঊষালগ্ন থেকেই সমান্তরাল ভাবে চলে আসছে। ধর্মীয় নিয়ম-নীতি সময়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রেখে প্রণয়ন করা হয়েছে। সুতরাং মানুষের জীবনে সময়ানুবর্তিতা শুধু গুরুত্বের দাবিদার নয়; বরং সময়ের সঠিক ব্যবহার কাজের সুফল বয়ে আনার পূর্বশর্ত। আল্লাহ তা'আলা সময়ের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে বলেন, وَالْعَصْرِ কালের শপথ! *(আছর ১০৩/১)*।

খ্যাতনামা মুফাসসির ইমাম রাযী আছর-এর সঠিক তাৎপর্য কি হবে, সে বিষয়ে জনৈক বিগত মনীষীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, তিনি এটা নিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। এমতাবস্থায় জনৈক বরফ বিক্রেতার আওয়ায তাঁর কানে এল। সে চিৎকার দিয়ে ক্রেতাদের উদ্দেশ্যে বলছে, اِرْحَمُوْا مَنْ يَّذُوْبُ رَأْسُ مَالِهِ 'তোমরা রহম কর ঐ ব্যক্তির প্রতি, যার পুঁজি প্রতি মুহূর্তে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে'। একথা শুনেই তিনি বলে উঠলেন, هَذَا مَعْنَى سُوْرَةِ الْعَصْرِ... 'এটাই তো সূরা আছরের তাৎপর্য। যার বয়স চলে যাচ্ছে। অথচ কোন সৎকর্ম করছে না। সে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত' *(তাফসীর রাযী)*। বস্তুত 'কাল' প্রতি সেকেন্ডে সময়ের গর্ভে হারিয়ে যাচ্ছে। অতএব প্রত্যেক মানুষকে তার সংক্ষিপ্ত আয়ুষ্কালের মধ্যেই ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে। কেননা সে প্রতি সেকেন্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাযার মাইল (৩ লক্ষ কি. মি.) গতিবেগে তার মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। বরফ গলার ন্যায় প্রতি সেকেন্ডে তার আয়ু শেষ হয়ে যাচ্ছে। সাথে সাথে কালের স্মৃতিপটে তার প্রতিটি কথা ও কর্ম লিপিবদ্ধ হচ্ছে। এ কারণেই আল্লাহ কালের শপথ করেছেন *(মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, তাফসীরুল কুরআন, ৩০তম পারা, পৃ. ৪৫৯)*।

সময়ের মূল্য : সময় অমূল্য সম্পদ। এ জগৎ সংসারে অনেক কিছুরই আর্থিক মূল্য নিরূপণ করা যায়। কিন্তু সময়ের মূল্য নিরূপণ করা সম্ভব নয়। কোন কিছু দিয়ে একে পরিমাপ করা যায় না। বহতা নদীর মত স্বচ্ছ, সাবলীল এর প্রবহমানতা। এক মুহূর্তের জন্যও স্থির হবার অবকাশ নেই

তার। অনাদিকাল থেকে যাত্রা শুরু করে সে ছুটে চলছে অনন্তের পথে। মানুষের সীমাবদ্ধ জীবন এক সময় থেমে যায়, কিন্তু দূরন্ত সময় চলতে থাকে। জনৈক ইংরেজ কবি তাই লিখেছেন, Time and tide wait for none. সময় এবং নদীর স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করে না। সময়ের ধাবমানতার জন্যেই জীবন মানুষের কাছে এত মূল্যবান। জন্ম ও মৃত্যুর শাসনে জীবন সদা সঙ্কুচিত। অন্তহীন জীবন আশা করলেও মানুষ তা পায় না। এখানেই জীবনের চরম পরীক্ষা।

আল্লাহ বলেন, اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا 'যিনি মৃত্যু ও জীবনকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য, কে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর আমলকারী?' *(মুলক ৬৭/২)*। কবি সুইনবার্গ তাই বলেছেন, Life is a vision or a watch between a sleep and a sleep. 'দুই প্রান্তেই ঘুম, ঘুমের মত অন্ধকার; মাঝখানে একটুখানি চেয়ে থাকাটা জীবন'। বাংলা লোক কবির কণ্ঠেও উচ্চারিত হয়েছে এ হাহাকার- 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা, মধ্যখানে চর' অর্থাৎ এপারে জন্ম ওপারে মৃত্যু মাঝখানে সীমাবদ্ধ জীবন। জীবনের এ সীমাবদ্ধতার জন্যেই সময় এত বেশি মূল্যবান।

সময়ের বণ্টন : দৈনিক মোট সময় = ২৪ ঘণ্টা বা ১৪৪০ মিনিট বা ৮৬৪০০ সেকেন্ড। নিম্নে ২৪ ঘণ্টার একটি রুটিন তুলে ধরা হলো-

২৪ ঘণ্টার রুটিন	
দৈনিক ঘুমের সময়	৬ ঘণ্টা
দৈনিক আহারের সময়	১ ঘণ্টা
দৈনিক পেশাব-পায়খানা ও গোসলের সময়	১ ঘণ্টা
দৈনিক হালাতের সময়	২ ঘণ্টা
দৈনিক ক্লাসের সময়	৫ ঘণ্টা
দৈনিক বাড়ির কাজ (ক্লাসের পড়া প্রস্তুত করণ)	৫ ঘণ্টা
বৈধ পন্থায় আত্মবিনোদন	১ ঘণ্টা
পত্রিকা ও অন্যান্য সাহিত্য পাঠ	১ ঘণ্টা
দ্বীনীয়াত শিক্ষা ও তাবলীগ	১ ঘণ্টা
অন্যান্য কাজ	১ ঘণ্টা

সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর উপায় হিসাবে প্রতিদিনের কার্যাবলী নিম্নোক্ত ছকের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো-

ক্র.	দৈনিক কার্যাবলী	হ্যাঁ/না (✓)
১.	জামা'আতে ছালাত কত ওয়াক্ত?	
২.	মিসওয়াকসহ ওযূ কত বার?	
৩.	অর্থসহ কুরআন পাঠ কত আয়াত?	
৪.	কুরআন মুখস্থ কত আয়াত?	
৫.	অর্থসহ হাদীছ পাঠ কয়টি?	
৬.	অর্থসহ হাদীছ মুখস্থ কয়টি?	
৭.	দো'আ মুখস্থ কতটি?	
৮.	সকাল-সন্ধ্যায় দো'আ পাঠ (✓)	হ্যাঁ/না
৯.	ক্লাসের পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন কত ঘণ্টা?	
১০.	ইসলামী বই/পত্রিকা অধ্যায়ন কত পৃষ্ঠা?	
১১.	সালাম প্রদান কতজনকে?	
১২.	মিথ্যা কথা বলা হয়েছে কিনা? (✓)	হ্যাঁ/না
১৩.	খাওয়ার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' ও শেষে 'আলহামদুলিল্লাহ' (✓)	হ্যাঁ/না
১৪.	ঘুমের পূর্বে মিসওয়াকসহ ওযূ (✓)	হ্যাঁ/না
১৫.	নফল ছালাত ও ছিয়াম (✓)	হ্যাঁ/না
১৬.	সকালে হালকা ব্যায়াম কত সময়?	
১৭.	পিতা-মাতার আদেশ মান্য হয়েছে কিনা? (✓)	হ্যাঁ/না
১৮.	রোগী/সেবামূলক কাজে সহযোগিতা হয়েছে কিনা? (✓)	হ্যাঁ/না
১৯.	কারো সাথে অসদাচরণ হয়েছে কিনা? (✓)	হ্যাঁ/না
২০.	মোবাইল/কম্পিউটারে অযথা সময় ব্যয় কতক্ষণ?	
২১.	তা'লীমী বৈঠক/প্রশিক্ষণে অংশগহণ (✓)	হ্যাঁ/না
২২.	ভালো কাজে উদ্ধুদ্ধ কতজনকে?	
২৩.	সাংগঠনিক কাজে ব্যয় কত সময়?	
২৪.	বই/পত্রিকা/লিফলেট বিতরণ কতগুলো?	
অভিভাবকের মন্তব্য :		

সম্মানিত অভিভাবক!

আশা করি আল্লাহ্র অশেষ রহমতে ভালো আছেন। পর- **সোনামণি** (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন) আপনার সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও পরকালীন মুক্তির জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাই উক্ত **দৈনিক কার্যাবলী** আপনার সন্তান যথাযথ পূরণ করেছে কিনা তা ভালোভাবে যাচাই করুন। যাতে ভুল পূরণ না করে সে বিষয়ে উৎসাহিত করুন। উক্ত কার্যাবলী পালনে সন্তানকে উপযুক্ত পরিবেশ প্রদান ও সহযোগিতা করুন। মনে রাখতে হবে, আদর ও ভালোবাসা দিয়ে সন্তানের কাছ থেকে যা আদায় করা যায় শাসন দিয়ে তা আদায় করা যায় না।

সময়ের সাথে জীবনের সম্পর্ক : সময়ের পরিচয় যেহেতু কালের প্রবহমান স্রোতধার, তাই মানুষের জীবন হলো কতিপয় মুহূর্ত, যা কালের প্রবহমান স্রোতে ভাসমান অবস্থায় কাটায়, এরপর ম্লান হয়ে যায়। সুতরাং সময়কে জীবন বলা চলে। কারণ জীবন কালের নির্দিষ্ট অংশের ওপর অংশীদারিত্ব স্থাপন করে। কিন্তু কাল কখনও জীবনের অর্থে ব্যবহার হয় না। কালের চলমান গতি আছে আর জীবন নির্দিষ্ট ক্ষণে থমকে যায়, সুতরাং কালের ভগ্নাংশের নাম হলো জীবন আর জীবনের অপর নাম হলো সময়। যেমনটি বলেছেন, হাসান বাছরী, হে বনী আদম! তুমি হলে নির্দিষ্ট কতিপয় দিনের সমষ্টি, যখনই তোমার থেকে একটি দিন অতিবাহিত হবে তোমার জীবনের একাংশ কমে যাবে।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহ.) বলেন, সময় হলো প্রকৃতপক্ষে মানুষের জীবন। হাসানুল বান্না বলেন, যে সময়ের পরিচয় পেল; সে জীবনের পরিচয় পেল, সুতরাং সময় হলো জীবন। আবু ফাত্তাহ আবু গুদ্দা (রহ.) বলেন, সময় হলো জীবন এবং তার অস্তিত্ব লাভের ক্ষেত্র। মৃত্যুক্ষণ যাকে কুরআনে 'আজাল' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ 'প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য একটি নির্দিষ্ট মেয়াদকাল (আজাল) রয়েছে। যখন তাদের সেই মেয়াদকাল এসে যাবে, তখন সেখান থেকে এক মুহূর্ত পিছাবেও না, আগাবেও না'

(আ'রাফ ৭/৩৪)। সুতরাং 'আজাল' হচ্ছে নির্দিষ্ট মুহূর্ত, যে মুহূর্তে ব্যক্তি তার অস্তিত্ব হারায় কিন্তু কালের প্রবাহমান ধারা অব্যাহত থাকে। অর্থাৎ জীবন হলো নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবহার যা একটি ক্ষণে নিঃশেষ হয়ে যায়। তাই মানুষের জীবনের এক একটি মুহূর্ত, এক একটি মিনিট বা প্রতিটি সেকেন্ড তার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুতরাং একটি সেকেন্ড নষ্ট করার অর্থ জীবনের বিশেষ একটি অংশকে গলা টিপে হত্যা করা।

ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, মানুষের উচিত সময়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করা। সময়ের একটি মুহূর্তও আল্লাহ্র অবাধ্যতায় না কাটানো এবং উত্তম কথা ও কাজের মাধ্যমে সময় অতিবাহিত করা। আল্লাহ্র শপথ, আমার আফসোস হয় ওই সময়ের জন্য যা আমি পানাহারে ব্যয় করি, লেখাপড়া বা দ্বীনি ইলমের কাজে লাগানো ছাড়াই। কেননা সময় খুবই প্রিয় বস্তু। মুসলিম উম্মাহর অধঃপতনের অন্যতম কারণ হলো আমাদের কাছে সময় হলো সবচেয়ে কমদামী ও অবহেলার বস্তু। ইসলামের প্রথম যুগ ও দ্বিতীয় যুগে এ ধরনের আচরণ মুসলমানদের মাঝে পরিলক্ষিত হয়নি। পশ্চিমা বিশ্ব অসভ্য বটে তবে সময়ের প্রতি যথার্থ যত্নবান, যা মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলোর অন্যতম ছিল।

সময়ের মূল্যায়ন ও জীবনের সাফল্য : সময় গতিশীল তা কখনো থেমে থাকে না। কোন লোভ বা ভয় দেখিয়ে সময়কে থামানো যায় না। সময় নির্মম ও নিষ্ঠুর। অথচ সময়কে কাজে লাগাতে পারলেই জীবনে সফলতা লাভ করা যায়। যার সময় সম্পর্কে জ্ঞান আছে ও পরিমিতিবোধ আছে সেই জীবনে সফলতা লাভ করে। সময়কে অবহেলা করলে সাফল্য সোনার হরিণের মত কোন দিনই ধরা দেবে না। যারা সময়কে কাজে লাগাতে পারে তারাই সাফল্য লাভ করে। কিন্তু সময়কে অবহেলা করে অপব্যয় করলে জীবনে মারাত্মক পরিণতি নেমে আসে। কোন বিষয়ে সে সফলতা মুখ দেখতে পায় না। কবির ভাষায়-

'নিতান্ত নির্বোধ যেই শুধু সেই জন
অমূল্য সময় করে বৃথায় যাপন'।

[চলবে]

রাসূলুল্লাহ (ছা.)-ই মানব জীবনের সর্বোত্তম আদর্শ

আজমাঈন আদীব
পরিচালক, সোনামণি নওদাপাড়া মারকায, রাজশাহী

মানব শিশু পৃথিবীতে সবচেয়ে দুর্বল প্রাণী হিসাবে জন্মগ্রহণ করে। অন্যান্য প্রাণী জন্মের কিছু সময় পর থেকে চলাফেরা করতে পারে ও তাদের স্বাভাবিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে যায়। গরু যেমন জন্মের পর থেকেই বুঝে নেয় কোনটি তার খাদ্য ও কোনটি তার খাদ্য নয়। ফলে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, গরুকে ময়লাযুক্ত ঘাস ও খড় দেওয়া হলে, সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। অন্যদিকে মানব সন্তান ছোটবেলায় বাছবিচার ছাড়াই ধুলা, মাটি সবই মুখে তুলে নেয়। বড় হওয়ার সাথে সাথে তারা অন্যদের দেখে ও শুনে ভালো-মন্দ ও ঠিক-বেঠিকের জ্ঞান লাভ করে। এরপর পড়তে শিখে তারা জ্ঞান আহরণ করে ও তার ভিত্তিতে জীবন পরিচালনা করে। জীবন পরিচালনার জন্য অর্জিত এই জ্ঞান ও অনুকরণীয় গুরুজনরাই আমাদের আদর্শ হিসাবে বিবেচিত হন। একজন মানুষের আচার-আচরণ, চাল-চলন নির্ভর করে সে কাকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করছে তার উপরে।

সর্বোত্তম আদর্শ : আদর্শ অর্থ অনুকরণীয় বিষয়, নমুনা, দৃষ্টান্ত ইত্যাদি। আদর্শ এমন চরিত্র বা গুণ যা মানুষ তাদের জীবন, চিন্তা ও কার্যকলাপের জন্য গ্রহণ করে এবং অনুসরণ করে। এটি কোন ব্যক্তি, নীতি, নৈতিকতা বা কর্মপদ্ধতি হতে পারে, যা সমাজে বা ব্যক্তিগত জীবনে উত্তম বলে বিবেচিত হয়। আদর্শ সাধারণত সৎ, নৈতিক, ন্যায়পরায়ণ মানুষ তৈরি করে ও তাকে উন্নতির পথে পরিচালিত করে। আর 'উত্তম' অর্থ শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট, অতিশয় ভালো ইত্যাদি। আর 'সর্বোত্তম' অর্থ সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, সবচেয়ে ভালো।

সর্বোত্তম আদর্শ হলো এমন একটি আদর্শ যা আল্লাহভীরুতা, সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতাসহ যাবতীয় উত্তম চারিত্রিক গুণাবলীকে অন্তর্ভুক্ত করে ও মিথ্যা, প্রতারণা, ধোঁকাবাজিসহ সকল মন্দ স্বভাব হতে মুক্ত থাকে। যে আদর্শ সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য ও পালনীয়। আর এরূপ আদর্শ কেবল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর জীবনীতে নিহিত রয়েছে। আল্লাহ বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে' *(আহযাব ৩৩/২১)*।

রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর আদর্শ অনুসরণের গুরুত্ব : আল্লাহ তা‘আলা মানবজাতিকে দুনিয়ায় সঠিক পথে পরিচালনা এবং তাঁর বিধান প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য যুগে যুগে আদম (আ.) থেকে শুরু করে মুহাম্মাদ (ছা.) পর্যন্ত এক লক্ষ চব্বিশ হাযার নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। এদের মধ্যে ৩১৫ জন রাসূল। তবে তাঁদের কারোরই পূর্ণাঙ্গ জীবনী এবং কথা, কর্ম ও সম্মতিমূলক আচরণসমূহ সুরক্ষিত নেই একমাত্র মুহাম্মাদ (ছা.) ব্যতীত। কারণ তিনি হলেন শেষনবী, বিশ্বনবী ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের বাস্তব রূপকার *(হাদীছের প্রামাণিকতা পৃ. ৫)*।

রাসূলুল্লাহ (ছা.) স্বীয় কথা, কর্ম ও সম্মতিমূলক আচরণের মাধ্যমে কুরআনুল কারীমের ব্যাখ্যা ও আমাদের জন্য বাস্তব নমুনা রেখে গেছেন। সেকারণ যাবতীয় মানব রচিত তন্ত্র-মন্ত্র ও আদর্শ পরিহার করে রাসূলুল্লাহ (ছা.)-কে একমাত্র আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। তাঁর দেখানো পথ ও পদ্ধতি অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করলে উভয় জগতে কল্যাণ সাধিত হবে। রাসূলুল্লাহ (ছা.)-কে আদর্শ হিসাবে গ্রহণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নিচে উল্লেখ করা হলো-

আল্লাহ্র আদেশ : সৃষ্ট জীব হিসাবে মানুষ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র সকল আদেশ পালন করতে বাধ্য। আর আল্লাহ্র আদেশসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো রাসূলের অনুসরণ করা তথা তাঁর আদেশ-নিষেধ মান্য করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ‘আর রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত হও’ *(হাশর ৫৯/৭)*। এছাড়া মনে রাখতে হবে, আল্লাহ্র বিধানসমূহ রাসূলের মাধ্যমেই আমাদের নিকট পৌঁছেছে। সুতরাং তাঁর অনুগত্য ছাড়া আল্লাহ্র বিধান মান্য করা সম্ভব নয়। রাসূল (ছা.) বলেছেন, مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ ‘যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে আল্লাহ্র আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য হলো সে আল্লাহ্রই অবাধ্য হলো’ *(বুখারী হা/২৯৫৭)*। তাই তাঁর আদর্শ ও নির্দেশের বিরোধিতা করার এখতিয়ার কোন মুমিনের নেই।

আল্লাহ্র ভালোবাসা লাভ ও গুনাহ মাফের মাধ্যম : মুমিন জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জন হলো আল্লাহ্র ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি লাভ। যার অন্যতম মাধ্যম হলো রাসূল (ছা.)-এর আদর্শের অনুসরণ। আর পরকালে জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তির জন্য গুনাহ মাফের একটি অসীলাও রাসূল (ছা.)-এর আনুগত্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ 'তুমি বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তবে আমার অনুসরণ কর। তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দিবেন। বস্তুত আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(আলে ইমরান ৩/৩১)*।

জান্নাত লাভের উপায় : আল্লাহ্র আদেশ মানার ফলে তাঁর অশেষ রহমতের দরুন জান্নাত লাভ করা যায়। আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছা.) এরশাদ করেন, 'অস্বীকারকারী ব্যতীত আমার সকল উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, কে অস্বীকার করে? তিনি বলেন,مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى 'যে আমার আনুগত্য করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে আমার অবাধ্যতা করবে সেই হলো অস্বীকারকারী' *(বুখারী হা/৭২৮০; মিশকাত হা/১৪৩)*। এছাড়া রাসূল (ছা.)-কে অনুসরণের মাধ্যমে পরকালে তাঁর বিশেষ শাফা'আত লাভের ব্যাপারে আশা করা যায়।

ঈমানের পূর্ণতা : রাসূল (ছা.)–এর প্রতি ভালোবাসা ব্যতীত ঈমান পূর্ণতা পায় না। আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেন, لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ 'তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও সকল মানুষ অপেক্ষা প্রিয়তর হব' *(বুখারী হা/১৫; মুসলিম হা/৪৪)*। অপর হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেন, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِيْ أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ

إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ 'যেই প্রতিপালকের হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁর কসম! এ উম্মতের যে কেউ চাই ইহূদী হোক বা খ্রিস্টান হোক আমার রিসালাত সম্পর্কে শুনবে এবং আমার প্রেরিত শরী'আতের উপর ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করবে সে অবশ্যই জাহান্নামী' *(মুসলিম হা/১৫৩; মিশকাত হা/১০)*।

উত্তম চরিত্র : রাসূলুল্লাহ (ছা.) ছিলেন সকল প্রকার মানবিক গুণে গুণান্বিত এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। বন্ধু ও শত্রু সকলের মুখে সমভাবে তাঁর অনুপম চরিত্র মাধুর্যের প্রশংসা বর্ণিত হয়েছে। কঠোর প্রতিপক্ষ আবু সুফিয়ানও সম্রাট হেরাক্লিয়াসের সম্মুখে অকুণ্ঠ চিত্তে তাঁর সততা, আমানতদারী ও সচ্চরিত্রতার উচ্চ প্রশংসা করেছেন *(বুখারী হা/৭)*। আল্লাহ আ'আলা নিজেই স্বীয় রাসূলের প্রশংসায় বলেন, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ 'নিশ্চয়ই তুমি মহান চরিত্রের অধিকারী' *(ক্বলম ৬৮/৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেন, بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاَقِ 'আমি প্রেরিত হয়েছি সর্বোত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দানের জন্য' *(হাকেম হা/৪২২১; ছহীহাহ হা/৪; মিশকাত হা/৫০৯৬)*। তাই দেখা যায় নবুঅত পূর্ব জীবনে সকলের নিকট প্রশংসিত হিসাবে তিনি আল-আমীন (বিশ্বস্ত ও আমানতদার) নামে পরিচিত ছিলেন এবং নবুঅত পরবর্তী জীবনে চরম শত্রুতাপূর্ণ পরিবেশেও তিনি ছিলেন ধৈর্য ও সহনশীলতা, লজ্জা ও ক্ষমাশীলতা প্রভৃতি অনন্য গুণাবলীর জীবন্ত প্রতীক *(সীরাতুর রাসূল (ছাঃ, পৃ. ৭৮১)*।

আয়েশা (রা.)-কে একদা জিজ্ঞেস করা হলো, রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর চরিত্র কেমন ছিল? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, তুমি কি কুরআন পড়? বলা হলো, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ 'তাঁর চরিত্র ছিল কুরআন' *(আহমাদ হা/২৫৩৪১; মুসলিম হা/৭৪৬)*। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে যে সুশোভিত পুষ্পরূপ আদর্শ বর্ণনা করছেন তা কেবল রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর চরিত্রেই প্রস্ফুটিত হয়েছিল। যে পুষ্পের সুরভিতে মুগ্ধ হয়ে তৎকালীন মক্কার দুর্ধর্ষ কাফের-মুশরিকরাও ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল।

বর্তমানকালেও মুসলিম-অমুসলিম এমনকি নাস্তিক বিজ্ঞানী ও গবেষকগণ একথা স্বীকার করছেন। ফলে এক পর্যায়ে তারা ইসলাম গ্রহণ করছে।

রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর আদর্শ অনুসরণের উপায় : রাসূলুল্লাহ (ছা.)-কে অনুসরণের জন্য আমাদের দু'টি প্রধান কাজ করতে হবে। যা নিম্নরূপ:

১. হাদীছ ও সীরাতুর রাসূল অধ্যয়ন : রাসূলুল্লাহ (ছা.) পৃথিবীর একমাত্র ব্যক্তি যার জীবনের প্রায় প্রত্যেকটি ঘটনা হাদীছ ও ইতিহাসে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। অসংখ্য মনীষী তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা ও চারিত্রিক গুণাবলী নিয়ে গবেষণা করেছেন। এগুলো গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়েছে। এর মধ্যে বাংলা ভাষায় মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব রচিত 'সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)' অন্যতম। বইটি পাঠের মাধ্যমে আমরা তাঁর উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে পারব।

২. রাসূলুল্লাহ (ছা.)-কে ভালোবাসা : রাসূল (ছা.)–এর প্রতি ভালোবাসা ব্যতীত ঈমান পূর্ণতা পায় না *(বুখারী হা/১৫; মুসলিম হা/৪৪)*। এজন্য তাঁকে পৃথিবীর সকল মানুষের চেয়ে অধিক ভালোবাসা ও সর্বক্ষেত্রে তাঁর আদর্শ অনুসরণের জন্য মনকে প্রস্তুত করা আবশ্যক।

উপসংহার : একজন মুসলিমকে সর্বক্ষেত্রে রাসূল (ছা.)-এর আদর্শ নিজের জীবনে প্রতিফলনের প্রচেষ্টা চালানো উচিৎ। যে আদর্শতে রয়েছে আল্লাহ্র একত্ববাদ ও ত্যাগের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত। যা পৃথিবীতে অনন্য। আরও রয়েছে ধৈর্য ও ক্ষমার অনুপম নিদর্শন। বিশেষ করে সোনামণিদের মন নরম কাদামাটি সদৃশ। একজন কারিগর চাইলে সেই কাদামাটি দিয়ে মূর্তি বানাতে পারে। যা দ্বারা মানুষ শিরকের মাঝে নিমজ্জিত হবে। আবার চাইলে তা দিয়ে হাড়ি-পাতিলসহ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈরি করতে পারে, যা মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাবে। তাই শিশু-কিশোরদের যদি বাল্যকাল হতে রাসূল (ছা.)-এর আদর্শে আদর্শবান করে গড়ে তোলার অনুপ্রেরণা দেয়া যায় তবে তাদের মাঝে মানবিক গুণাবলী ও নৈতিকতা তৈরি হবে। যা সুশৃঙ্খল সমাজ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আল্লাহ আমাদের রাসূলুল্লাহ (ছা.)-কে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করার তাওফীক দান করুন- আমীন!

মি‘রাজ একটি মু‘জিযা

মাহফূয আলী
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি

নববী জীবনের একটি মু‘জিযা ও শিক্ষণীয় ঘটনা হলো মি‘রাজ গমন। যার মাধ্যমে নবী (ছা.)-কে পরকালীন জীবনের সবকিছু দেখানো হয়। তখন মক্কা থেকে বায়তুল মুক্বাদ্দাস পর্যন্ত ঘোড়া বা উটে যাতায়াতের জন্য দু’মাস সময় লাগত। যা রাসূলুল্লাহ (ছা.) মি‘রাজের এক রাতেই ভ্রমণ করে ফিরে আসেন। সকাল বেলা যখন রাসূলুল্লাহ (ছা.) লোকদের কাছে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন, তখন সবাই একে মিথ্যা ও বানোয়াট বলে উড়িয়ে দিল এবং তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে লাগল। অবশেষে ইতিপূর্বে বায়তুল মুক্বাদ্দাস ভ্রমণ করেছেন এমন কিছু অভিজ্ঞ লোক তাঁকে বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে পরীক্ষা করলেন। সব প্রশ্নের যথাযথ জবাব পেয়ে তারা চুপ হয়ে গেল। কিন্তু তাদের অবিশ্বাসী অন্তর তা বিশ্বাস করেনি। পক্ষান্তরে আবু বকর (রা.) একথা শোনামাত্র বিশ্বাস স্থাপন করেন।

আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নবী (ছা.)-কে মি‘রাজের রাতে বায়তুল মুক্বাদ্দাসে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অতঃপর সকালবেলা মানুষ এ বিষয়ে আলোচনা শুরু করল। সে সময় যারা আগে রাসূল (ছা.)-এর উপর ঈমান এনেছিল ও তাঁকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল, তাদের মধ্যে কিছু লোক ইসলাম থেকে ফিরে গেল। তারপর তারা এ খবরটি নিয়ে আবু বকর (রা.)-এর কাছে গেল এবং বলল, তোমার সাথী (মুহাম্মাদ) দাবী করছে যে, তিনি রাতে বায়তুল মুক্বাদ্দাসে গেছেন। এ ব্যাপারে তোমার অভিমত কী? আবু বকর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি সত্যিই এমন বলেছেন? তারা বলল, হ্যাঁ। তখন আবু বকর (রা.) বললেন, যদি তিনি এটি বলে থাকেন, তবে অবশ্যই তিনি সত্য বলেছেন। তারা বলল, তুমি কি বিশ্বাস করো যে তিনি রাতে বায়তুল মুক্বাদ্দাসে গিয়েছেন এবং সকাল হবার আগেই ফিরে এসেছেন? আবু বকর (রা.) বললেন, ‘হ্যাঁ, আমি অবশ্যই তাঁকে বিশ্বাস করি। আমি তাকে এর চেয়ে অনেক বড় বিষয়ে সত্য বলে জানি। আমি সকালে ও সন্ধ্যায় তার নিকটে আগত আসমানী খবরসমূহকে সত্য বলে বিশ্বাস করি’। এ দিন থেকেই তিনি ‘ছিদ্দীক্ব’ (صِدِّيْق) বা সর্বাধিক সত্যবাদী নামে অভিহিত হন’ *(ছহীহাহ হা/৩০৬)*।

কবিতা গুচ্ছ

ইলম অর্জন

মাইমূনা মারিয়া, নবম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(বালিকা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী

শোন হে জ্ঞান পিপাসু বোন ও ভাই
ক্ষণস্থায়ী ধরাতে আজ আছি কাল নাই।
আখিরাতের লক্ষ্যে কর ইলম অর্জন
দুনিয়াবী স্বার্থ করতে হবে বর্জন।

ভালো শিক্ষার্থীর গুণ ছয়টি
মানতে হবে তার সব কয়টি।
অল্প রিযিকে হও পরিতুষ্ট
এতেই আল্লাহ হবেন সন্তুষ্ট।

যদি ব্যয় করো সুদীর্ঘ সময়
তবেই ইলম অর্জন হয়।
করতে হবে জ্ঞানের আরাধনা।
থাকা চাই মেধা, আগ্রহ আর সাধনা।

থাকো যদি উস্তাদের ছোহবতে
তাহলেই পারবে তুমি সফল হতে।
এভাবে গ্রহণ করলে দ্বীনের জ্ঞান,
উভয় জগতে তুমি পাবে সম্মান।

আল্লাহ্‌র কাছে তাই করো মুনাজাত,
হে প্রভু! ইলমে আমার দাও বরকত।

সালাম

মুশফিক আহমাদ, নবম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

সব কথার পূর্বে সালাম,
চেনা অচেনাকে দেবো সালাম।
সালামে যে শুধুই শান্তি,
দূর করে ঝগড়া অশান্তি।

যে জন করে সালামে কৃপণতা,
তার অর্জন কেবল ব্যর্থতা।
যার যবানে আছে সালাম যুক্ত,
সে অহংকার থেকে মুক্ত।

এক পূর্ণ মুমিনের আচার,
অধিক সালামের প্রচার।
সালাম হৃদয়ে বার্তাময় ধনী,
শান্তির এক অমীয় বাণী।

বলো না আর হ্যালো হুম,
বল আস-সালামু আলাইকুম।

◈ 'শরীরের খোরাক হলো খাদ্য, আর রূহের খোরাক হলো ইলম'
-রাগেব ইস্পাহানী।

◈ 'ইলমের সর্বাধিক হকদার ঐ ব্যক্তি, যার আদব-আখলাক সবচেয়ে সুন্দর'
-সাহিত্যিক ইবনুল মুকাফ্ফা।

নাছীহাহ্

ফাতেমা তাবাসসুম, *৯ম শ্রেণী*
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(বালিকা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।

শোন হে ছোট্ট সোনামণি,
তোমারই তরে রাসূলের কয়েকটি বাণী।
যদি তুমি পড়ো পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত,
তবে তুমি পাবে পরকালে নাজাত।
কারো প্রতি রেখো নাকো ক্ষোভ,
কোন কিছুর প্রতি করো নাকো লোভ।
হিংসা করা ভালো নয় তা তো সবে জানে,
জেনে বুঝে তবুও তারা হিংসা রাখে মনে।
গীবত করা ভালো নয় তাও তুমি জানো,
তবুও তুমি নিজের নেকি নষ্ট কর কেন?
বাবা-মায়ের উপর যারা উহ্ শব্দ বলে,
তারাও জানে জান্নাত তাদেরই পদতলে।
যদি তুমি সবার সাথে করো সদাচরণ,
তুমিও ভালোবাসা করবে আহরণ।
তুমি যদি থাকতে চাও অহংকার থেকে মুক্ত,
সালাম কেন হয়না তোমার আচরণে যুক্ত।
যদি তুমি কারো প্রতি করো ইহ্সান,
মানব জীবনে ইহাও এক খুলুকে হাসান।
প্রভুর তরে খালেছ মনে করো ইবাদত,
ইহাই হবে তোমার জন্য রাহে জান্নাত।
নিয়মিত আমলই উত্তম, যদিও হয় অল্প
নিয়মিত আমলই হোক আমাদের সংকল্প।

এসো দো'আ শিখি

কোন ব্যক্তি দান করলে তার জন্য দো'আ :

بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ-

উচ্চারণ : *বা-রাকাল্ল-হু লাকা ফী আহলিকা ওয়া মা-লিকা।*

অর্থ : 'আল্লাহ তোমার সম্পদ ও পরিবারে বরকত দান করুন' *(বুখারী হা/২০৪৯)*।

আব্দুল্লাহ ইবনু আবী আওফা (রা.) বলেন, যখন কোন ব্যক্তি নবী করীম (ছা.)-এর নিকট ছাদাক্বাহ নিয়ে আসত, তখন তিনি বলতেন, اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ- *(আল্ল-হুম্মা ছালি 'আলাইহি)*।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি তার প্রতি দয়া কর' *(বুখারী হা/৬৩৫৯)*।

বরকতসহ সম্পদ বৃদ্ধির দো'আ :

উম্মে সুলাইম (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছা.)! আনাস আপনার খাদেম, আপনি আল্লাহ্র নিকট তার জন্য দো'আ করুন। নবী করীম (ছা.) দো'আ করলেন,

اَللّٰهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيْمَا أَعْطَيْتَهُ-

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা আকছির মা-লাহু ওয়া ওয়ালাদাহু ওয়া বা-রিক লাহু ফীমা আ'ত্বইতাহু।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আপনি তার সম্পদ ও সন্তান বাড়িয়ে দিন, আর আপনি তাকে যা কিছু দিয়েছেন তাতে বরকত দান করুন' *(বুখারী হা/৬৩৩৪)*।

আনন্দের সংবাদ শুনে করণীয় :

আশ্চর্যজনক কিছু দেখলে বা শুনলে 'সুবহানাল্ল-হ' ও আনন্দের সময় 'আল্ল-হু আকবার' বলতে হয় *(বুখারী হা/৬২১৮-১৯)*। এছাড়া নবী করীম (ছা.)-এর কাছে কোন আনন্দের সংবাদ আসলে তিনি আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় স্বরূপ সিজদায় পড়ে যেতেন *(আবুদাঊদ হা/২৭৭৪)*।

(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম প্রণীত 'ছহীহ কিতাবুদ্ দো'আ' শীর্ষক গ্রন্থ, পৃষ্ঠা : ৯৭-৯৮)

রাজা ও কুকুর

মূল : মুহসিন জব্বার
অনুবাদ : নাজমুন নাঈম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

একজন রাজা তার কর্মচারীকে দশটি ভয়ংকর হিংস্র কুকুর কিনে নিয়ে আসার আদেশ দিলেন। তিনি নিয়ম করলেন যে, তার কোন মন্ত্রী ভুল করলে তাকে এই দশটি ভয়ংকর কুকুরের সাথে এক কক্ষে বন্দী রাখা হবে, যারা তাকে কামড়ে টুকরো টুকরো করবে। এরপর একদিন এক মন্ত্রী রাজাকে ভুল পরামর্শ দিলেন, যা রাজার পসন্দ হয়নি। ফলে রাজা তাকে কুকুরগুলোর সামনে ফেলে দিতে আদেশ দিলেন। মন্ত্রী বললেন, আমি দশ বছর আপনার সেবা করেছি, আর আপনি আমাকে এভাবে শাস্তি দিবেন?

মন্ত্রী আরও বললেন, আমাকে দশ দিন সময় দিন। রাজা তার আবেদন মনযূর করলেন। এরপর মন্ত্রী কুকুরগুলোর দেখাশোনার দায়িত্বে থাকা কর্মচারীর নিকট গিয়ে বললেন, আমি দশ দিন এই কুকুরগুলোর সেবা করতে চাই। কর্মচারী বলল, এতে আপনার কী লাভ হবে? মন্ত্রী উত্তর দিলেন, সেটা পরে বলব। এরপর মন্ত্রী দশ দিন কুকুরগুলোর খাওয়ানো, গোসল করানো, আরাম দেওয়া সবকিছুর ব্যবস্থা করল।

দশ দিন পর মন্ত্রীকে কুকুরগুলোর সাথে বন্দী করা হলো। কিন্তু যা ঘটল তা দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল। কুকুরগুলো মন্ত্রীকে কামড়ানোর বদলে তাকে দেখে দেখে লেজ নাড়তে লাগল এবং তার পায়ের কাছে ঘোরাঘুরি করতে থাকল। মন্ত্রীও ভয় না পেয়ে কুকুরগুলোকে আদর করতে লাগলেন।

কুকুগুলোর এমন আচরণ দেখে রাজা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি করে সম্ভব হলো? তখন মন্ত্রী বললেন, আমি কুকুরগুলোকে মাত্র দশ দিন সেবা করেছি। আজ তারা সেই উপকার ভুলে যায়নি। তাই তারা আমাকে সহানুভূতি জানাচ্ছে। কিন্তু আমি দশ বছর আপনার সেবা করেছি, আর আপনি তা এক মুহূর্তেই ভুলে গেলেন। ছোট্ট একটি ভুলে আমাকে এত বড় শাস্তি দিলেন। রাজা তার মাথা নিচু করলেন এবং মন্ত্রীকে ক্ষমা করে দিলেন।

শিক্ষা

একটি ছোট ভুলের কারণে কারো দীর্ঘদিনের উপকার, সহযোগিতা বা বন্ধুত্ব ভুলে যাওয়া উচিত নয়। বরং তার উপকারের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হয়।

বহুমুখী জ্ঞানের আসর

❖ **আল-কুরআন** (সূরা বাইয়েনাহ)

১. বাইয়েনাহ শব্দের অর্থ কী?
উত্তর : স্পষ্ট প্রমাণ।

২. সূরা বাইয়েনাহ কুরআনের কততম সূরা?
উত্তর : ৯৮তম।

৩. সূরা বাইয়েনাহ-তে কতটি আয়াত আছে?
উত্তর : ৮টি।

৪. সূরা বাইয়েনাহ-তে কতটি শব্দ ও বর্ণ আছে?
উত্তর : ৯৪টি শব্দ ও ৪১২টি বর্ণ।

৫. সূরা বাইয়েনাহ কখন ও কোথায় অবতীর্ণ হয়?
উত্তর : সূরা তালাক-এর পরে মদীনায় অবতীর্ণ হয়।

৬. রাসূল (ছা.)-এর আগমনের খবর আগে থেকেই জানত কারা?
উত্তর : ইহূদী-নাছারাগণ।

৭. আহলে কিতাব অর্থ কী?
উত্তর : আরব ও আজমের ইহূদী-নাছারা।

৮. মুশরিক অর্থ কী?
উত্তর : মূর্তিপূজারী ও অগ্নি উপাসকগণ।

৯. ইহূদীরা কাকে আল্লাহ্র পুত্র বলত?
উত্তর : ওযায়ের (আ.)-কে।

১০. নাছারাগণ কাকে আল্লাহ্র পুত্র বলত?
উত্তর : ঈসা (আ.)-কে।

১১. কোন ইহূদী পণ্ডিত রাসূল (ছা.)-এর মদীনায় হিজরতের প্রথম দিনেই ইসলাম গ্রহণ করেন?
উত্তর : আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম।

কামরাঙার পুষ্টিগুণ

সাইমুম ইসলাম
সহ-পরিচালক, রজনীগন্ধা শাখা, নওদাপাড়া মারকায, রাজশাহী

আল্লাহ তা‘আলা সমস্ত প্রাণীকুলের রিযিকদাতা। তিনি আমাদের আহারের জন্য বিভিন্ন স্বাদের পুষ্টিকর ফল ও শস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করেন। যাতে আমরা তা খেয়ে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করি ও তাঁর ইবাদত করি।

আল্লাহ বলেন, ‘তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, অতঃপর তা দিয়ে তোমাদের জীবিকার জন্য ফল-শস্যাদি উৎপাদন করেন। অতএব তোমরা জেনে শুনে কাউকে আল্লাহ্র সাথে সমকক্ষ করো না’ *(বাক্বারাহ ২/২১)*।

আল্লাহ্র সৃষ্ট অসংখ্য ফলের মধ্যে পুষ্টিগুণে ভরপুর একটি ফল কামরাঙা। আকৃতিতে আকাশের তারার মত হওয়ায় কেউ কেউ একে Starfruit (স্টারফ্রুট) বা তারা ফলও বলে।

কামরাঙার খাদ্য ও পুষ্টিগুণ : কামরাঙা কাঁচা ও পাকা উভয় অবস্থায় খাওয়া যায়। টকজাতীয় অন্যান্য ফলের ন্যায় কামরাঙা ভিটামিন ‘সি’ ও এন্টি অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ ফল। প্রতি ১০০ গ্রাম কামরাঙায় থাকে ৫০ কিলো ক্যালরি খাদ্য শক্তি, ০.৫ গ্রাম প্রোটিন, ১.২০ মি. গ্রাম আয়রন *(কালের কণ্ঠ,২৬ অক্টোবর-২০২১)*, ০.৩৩ গ্রাম স্নেহ, ৬.৭৩ গ্রাম শর্করা ও ২.৮ গ্রাম খাদ্য ফাইবার *(কি খাবেন কেন খাবেন? মুহাম্মাদ এনামুল হক)*। তাই ঔষধি গুণ সমৃদ্ধ এ ফল শরীরে যেমন পুষ্টি যোগায়, তেমনি নানা রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে।

কামরাঙার উপকারিতা :

১. কামরাঙাতে এলজিক এসিড নামে একটি উপাদান থাকে, যা খাদ্যনালির ক্যান্সার প্রতিরোধ করে।
২. এর পাতা ও কচি ফলের রসে রয়েছে ট্যানিন, যা রক্ত জমাট বাধতে সাহায্য করে।
৩. এর ফল ও পাতা গরম পানিতে সিদ্ধ করে পান করলে বমি বন্ধ হয়।
৪. কামরাঙা পুড়িয়ে ভর্তা করে খেলে ঠাণ্ডা জনিত (সর্দি-কাশি) সমস্যা সহজেই ভালো হয়।
৫. কামরাঙা শীতল ও টক ফল। তাই ঘাম, কফ ও বাতনাশক হিসাবে কাজ করে।
৬. কামরাঙা ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে।
৭. দুই গ্রাম পরিমাণ শুকনো কামরাঙার গুড়া পানির সঙ্গে মিশিয়ে প্রতিদিন একবার পান করলে অর্শ্ব রোগ হতে সুস্থতা লাভ করা যায় *(কি খাবেন কেন খাবেন? মুহাম্মাদ এনামুল হক)*।

সতর্কতা :

কামরাঙাতে টক্সিক উপাদান রয়েছে। যাদের কিডনিতে সমস্যা রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে এই টক্সিক উপাদানগুলো কিডনির মাধ্যমে ছেঁকে শরীর থেকে বেরিয়ে যেতে পারে না। যার ফলে কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এজন্য খালি পেটে কামরাঙা খাওয়া উচিত নয়।

সোনামণি সংগঠনের নীতিবাক্য : পাঁচটি

১. সকল অবস্থায় আল্লাহ্র উপর ভরসা করি।
২. রাসূলুল্লাহ (ছা.)-কে সর্বোত্তম আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করি।
৩. নিজেকে সৎ ও চরিত্রবান হিসাবে গড়ে তুলি।
৪. ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করি।
৫. আদর্শ পরিবার গড়ি এবং দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করি।

যুলুমের পরিণাম

নাজমুন নাঈম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি

১ম দৃশ্য : মূল্যবৃদ্ধির প্রেক্ষাপট

রাজসভা প্রস্তুত। মন্ত্রী, আমলারা বসে আছেন নিজ নিজ আসনে। একজন প্রহরী উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন : জাহাঁপনা আসছেন। সবাই সাবধান! অতঃপর রাজা প্রবেশ করে নিজ আসনে আরোহণ করলেন।

রাজা : মন্ত্রী! রাজ্যের খোঁজ-খবর কী বল দেখি?

মন্ত্রী :

কী বলব রাজ্যের খবর! লোকেরা তো সবাই বলে,
আপনার মতো রাজা আছে তাই এ রাজ্য ভালোভাবে চলে।
চারিদিকে শস্য-শ্যামল আর পাখির কণ্ঠে গান
সকলের মুখে একই কথা, রাজা আমাদের প্রাণ।

রাজা : বাহ! বাহ! মন্ত্রী। তুমি তো কবি হয়ে গেলে। তাহলে এবার রাজসভার কার্যক্রম শুরু করা হোক।

মন্ত্রী : জাহাঁপনা! ব্যবসায়ীরা জিনিসপত্রের দাম বাড়ানোর জন্য আবেদন করেছে। তাদের একটি প্রতিনিধি দল রাজসভার বাইরে অপেক্ষা করছে। আপনি অনুমতি দিলে তাদের ভিতরে আসতে বলব।

রাজা : আসতে বল। দেখি তাদের কি প্রস্তাব।

মন্ত্রী : প্রহরী! ব্যবসায়ীদের ভিতরে পাঠাও।

(ব্যবসায়ীদের একটি প্রতিনিধি দল ভিতরে প্রবেশ করল)

রাজা : আপনারা আপনাদের আবেদন সবিস্তারে পেশ করুন।

ব্যবসায়ী-১ : জাহাঁপনা! আমি কাপড়ের ব্যবসায়ী। পাশের রাজ্য থেকে কাপড় নিয়ে এসে ব্যবসা করি। ঐ রাজ্যে সব জিনিসের দাম বেড়েছে। এজন্য খরচও বেড়েছে। অতএব দাম না বাড়ালে ব্যবসা বন্ধ করে দিতে হবে।

ব্যবসায়ী-২ : জাহাঁপনা! আমি সবজি বিক্রেতা। গ্রামে গ্রামে ঘুরে সবজি সংগ্রহ করে বাজারে এনে বিক্রি করি। কিন্তু কৃষকরা এখন আমাদের কাছে সবজি, পিঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি বিক্রি করতে চায় না। পাশের রাজ্যের ব্যবসায়ীরা একে বেশি দামে কিনে নিয়ে যায়।

ব্যবসায়ী-৩ : জাহাঁপনা! আমি মুদি দোকানদার। চাল, ডাল, আটা, সুজি, সেমাই, লবণ, চিনি, মুড়ি ইত্যাদি বিক্রি করি। আগে যখন এগুলো ঘরে তৈরি হতো, তখন খরচ কম ছিল। এখন আধুনিক কারখানা হয়েছে। যন্ত্রপাতির দাম অনেক। এছাড়া কারখানার শ্রমিকরা বেতন বাড়ানোর দাবী করেছে। ব্যবসা চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে।

মন্ত্রী : এজন্য তো গত মাসে তোমাদের ট্যাক্স কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।

রাজা : আহা মন্ত্রী! তুমি থামো তো। আচ্ছা জিনিসপত্রের দাম বাড়ালে আমাদের লাভ কী? কেবল তোমরা লাভবান হবে। আর সাধারণ মানুষ রাজার বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে। রাজা কেন এই আন্দোলন সামলাবেন?

ব্যবসায়ীরা : জিনিসপত্রের দাম ১০ শতাংশ বাড়িয়ে দিলে আমরা পূর্বের নিয়মে পুরো ট্যাক্স দিব জাহাঁপনা।

মন্ত্রী : উহ। তাতে তো রাজ কোষাগার সমৃদ্ধ হবে। কিন্তু জাহাঁপনার কি লাভ হবে?

রাজা : শোন ১০ শতাংশ নয়, সব কিছুর দাম ২০ শতাংশ বাড়িয়ে দাও। শর্ত হলো, এই লাভের ২০ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশ রাজকোষে ও ৫ শতাংশ মন্ত্রীর হাতে জমা দিতে হবে। এর একটু এদিক-ওদিক হলে তার ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে।

রাজ কবি : কিন্তু ২০ শতাংশ বাড়ালে জনগণের অনেক দুর্ভোগ হবে জাহাঁপনা। অনেকে তিন বেলা খাবার জোগাড় করতে পারবে না। তারা আন্দোলন করতে পারে।

রাজা : যাতে তারা আন্দোলন না করে সে ব্যবস্থা তুমি করবে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন কর। নতুন নতুন গান/কবিতা লিখে মানুষকে মাতিয়ে রাখ। এজন্যই তো তোমাকে রাখা। রাজসভার সবাই যে যার জায়গা থেকে চেষ্টা করবে, সে এই লাভের অংশ পাবে। আর না পারলে সবার বেতন অর্ধেক কাটা যাবে।

কবি (ব্যবসায়ীদের বিদায়ের পর) : মন্ত্রী মশাই! কাজটা ঠিক হলো না। এই যুলুম আল্লাহ সহ্য করবেন না।

মন্ত্রী : ঠিক-বেঠিকের হিসাব এখন কে করে! টাকা আর ক্ষমতা যার, দুনিয়া তার।

২য় দৃশ্য : অতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব

একজন পিতা (আব্দুর রহীম মিঁয়া) তার ছেলেকে সাথে নিয়ে বাজার থেকে ফিরছে। ছেলেটা কাঁদছে। পথে আরেকজন (আনোয়ার হোসাইন)-এর সাথে দেখা।

আনোয়ার : কী খবর আব্দুর রহীম ভাই? বাজার থেকে আসছেন নাকি?

আব্দুর রহীম : হ্যাঁ, ভাই। বাজারে সব জিনিসের যা দাম বেড়েছে! তাই প্রায় খালি ব্যাগ নিয়ে ফিরছি। এখন ১০০০ টাকায়ও ব্যাগ ভর্তি বাজার হয় না।

আনোয়ার : আমারও একই অবস্থা ভাই। সকালে ক্ষেত থেকে যে সবজি বিক্রি করলাম ৩০/- টাকা কেজি, বাজারে গিয়ে শুনি তার দাম ৭০ টাকা! একবেলার মধ্যে দাম বেড়ে দ্বিগুণ ছাড়িয়ে গেল! তা আপনার ছেলে কাঁদছে কেন?

আব্দুর রহীম : ছেলেটা এসেছিল একটা জামা কিনবে বলে। কিন্তু বাজার করতে করতে তো টাকা শেষ হয়ে গেল। জামা কিনতে পারিনি। তাই কাঁদছে।

আনোয়ার (ছেলেটার মাথায় হাত বুলিয়ে) : কান্নাকাটি কর না বাবা। আজ তো বাবার কাছে টাকা নেই। আগামী সপ্তাহে বাবা নিশ্চয় কিনে দিবেন।

(অর্ধেক আনারস হাতে নিয়ে প্রবেশ করবে আরেকজন যয়নুল হক)।

আব্দুর রহীম : যয়নুল ভাই! অর্ধেক আনারস কোথা থেকে নিয়ে আসলেন?

যয়নুল হক : কোত্থেকে আবার! বাজার থেকেই কিনলাম। গতকাল মেয়েটা আনারস খেতে চাইছিল। কিন্তু যে দাম একটা কেনার তো সামর্থ্য নেই। তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার মতো কাউকে খুঁজছিলাম। আল্লাহ্‌র রহমতে পেয়েও গেলাম। দু'জনে অর্ধেক করে একটা নিলাম।

আনোয়ার : এভাবে দাম বাড়তে থাকলে তো লোকজন না খেয়ে মরবে। এর তো একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। দেখি মাহমূদুল মাওলানার সাথে একটু কথা বলি। উনি কী বলেন?

(এরপর সবাই একসাথে স্টেজ থেকে নেমে যাবে)

৩য় দৃশ্য : প্রতিবাদ সভা

রাজ্যের কয়েকজন সাধারণ প্রজা ও কৃষক-শ্রমিকরা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলন করবে।

আনোয়ার : এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখবেন সকলের প্রিয় মানুষ মাওলানা মাহমূদুল হাসান।

মাহমূদুল হাসান : আসসালামু আলাইকুম। আল্লাহ্র প্রশংসা করে শুরু করছি। ভাই সব! আজ আমরা একত্রিত হয়েছি একটি যৌক্তিক দাবি নিয়ে। সব জিনিসপত্রের দাম যেভাবে বেড়ে চলেছে, তাতে মানুষের খেয়ে-পরে বেঁচে থাকা কষ্টকর হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে কৃষকরা ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না। তাহলে অতিরিক্ত লাভের টাকা কার পকেটে যাচ্ছে? এর একটা সমাধান চেয়ে আমরা সবাই এখন রাজা মশাইয়ের কাছে যাব। আমাদেরকে সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাধ্যমতো প্রতিবাদ করতে হবে। সবসময় সত্য কথা বলার সাহস রাখতে হবে, এমনকি তা রাজার বিরুদ্ধে হলেও। মনে রাখবেন, রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেছেন, 'সর্বোত্তম জিহাদ হলো অত্যাচারী শাসকের সামনে হক কথা বলা' *(নাসাঈ হা/৪২০৯)*। আমরা শান্তিপূর্ণভাবে রাজামশাইয়ের নিকটে জিনিসপত্রের দাম কমানোর দাবী জানাব। আপনারা কেউ কোন বিশৃঙ্খলা করবেন না। কারণ মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা মারাত্মক অপরাধ। তাহলে চলুন সবাই।

অতঃপর সকলে স্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে যাবে। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি কমাতে হবে, কমাতে হবে। তখন রাজার আদেশে সেনাবাহিনী প্রবেশ করে তাদেরকে মারধর শুরু করবে। সেখানে একজন আহত হয়ে মারা যাবে। মাওলানা মাহমূদুল হাসানকে গ্রেফতার করা হবে। বাকীরা সবাই ভয়ে পালিয়ে যাবে।

[চলবে]

কেন্দ্রীয় সোনামণি সম্মেলন ২০২৪-এর প্রস্তাবনাসমূহ

১. অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ শিশুদের সকল মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে এবং শিশুশ্রম, শিশু নির্যাতন ও শিশু পাচার বন্ধ করতে হবে।

২. শতকরা নব্বই ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ঢেলে সাজাতে হবে।

৩. সহশিক্ষা পদ্ধতি বাতিল করে ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক শিক্ষা পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

৪. সম্প্রতি কোটা আন্দোলনে নিহত ১০৪ জন শিশু-কিশোরসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘটে যাওয়া শিশু হত্যার বিচার করতে হবে।

৫. শিশু-কিশোরদের নৈতিক অবক্ষয়ের অন্যতম মাধ্যম ভিডিও গেমস বন্ধ করে তাদের খেলাধুলা ও শরীরচর্চার ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. বিনোদন ও সংস্কৃতির নামে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার অবাধ প্রসার বন্ধ করতে হবে। সেই সাথে শহরে-গ্রামে সর্বত্র মদ, জুয়া এবং লটারীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৭. দেশের ইয়াতীমখানা ও শিশু সদনগুলোতে প্রতিপালিত শিশুদের সংখ্যা বিবেচনায় এবং যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে সরকারী বরাদ্দ বাড়াতে হবে।

৮. এই সম্মেলন বিশ্বের যে কোন প্রান্তে ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর বিরুদ্ধে করা যাবতীয় কটুক্তির তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। সেই সাথে দেশের সর্বস্তরের জনগণের নিকট রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর বিশুদ্ধ জীবনী ও আদর্শশিক্ষার এবং সে অনুযায়ী জীবন গঠনের আহ্বান জানাচ্ছে।

'হিংসা অন্তরের অন্যতম ব্যাধি। অধিকাংশ ব্যক্তির মধ্যে এ রোগ বিদ্যমান। খুব কম সংখ্যক মানুষই এ রোগ থেকে মুক্তি পায়। এজন্যই বলা হয় হাসাদ মুক্ত কোন জাসাদ নেই (অর্থাৎ কোন শরীরই হিংসা মুক্ত নয়)। (পার্থক্য শুধু এতটুকুই যে,) নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোক সেই হিংসা প্রকাশ করে, আর সম্মানিত ব্যক্তি সেটা গোপন রাখে।

-ইবনু তায়মিয়াহ (রহ.)

সোনামণির কলম

প্রিয় **সাওয়াল কবীর, ৩য় শ্রেণী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী!** তোমার 'লোভী পিঁপড়া' গল্পটি পেয়েছি। পিঁপড়া যেমন মিষ্টির লোভ সামলাতে না পেরে অনেক খেয়ে ফেলেছিল। অতঃপর সেখানে আটকে পড়েছিল। তেমনি মানুষও কখনো কখনো লোভে পড়ে অনেক কিছু অর্জন করতে চায়। ফলে এক সময় তা তার জন্য ধ্বংসের কারণ হয়। এজন্য সবকিছু একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে করা ভালো। আর লেখালেখির জন্য অন্যের থেকে শোনা গল্প না লিখে নিজে নতুন নতুন গল্প তৈরি করা ভালো। কোন জানা গল্প আরেকবার পড়তে ভালো লাগে না।

প্রিয় **সালমা, ৯ম শ্রেণী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (বালিকা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী!** নবী-রাসূলদের দেখানো রবের পথে চলা সত্যিই খুব কঠিন। কেবল সাহসী ও আল্লাহভীরুগণই এ পথে চলতে পারেন। ইসলামের পথ পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় আলোকিত কিন্তু আঁধার রাতের ন্যায় বিপদ সংকুল। আয়াশে ভরপুর নয়, বরং কষ্টে ঘেরা। তাই খুবই সাবধানে পথ চলতে হয়। সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে লেখালেখির ক্ষেত্রেও, যাতে কিছু ভুল না হয়ে যায়। বিশেষ করে বানান ও কবিতার ছন্দের দিকে নযর দিতে হবে। লেখালেখির এই পথে এগিয়ে যেতে হবে আরো অনেক দূর। পিছ পা হওয়া চলবে না।

প্রিয় **মাহদী হাসান, ৫ম শ্রেণী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী!** সৎপথে চলার ও সত্যের সাথে থাকার আহ্বান জানিয়ে লেখা তোমার কবিতাটি পেয়েছি। কুরআন-হাদীছ প্রদর্শিত সত্যের পথই জান্নাতের পথ। এপথে জীবন অতিবাহিত করতে পারাই প্রকৃত সফলতা। আর কবিতা রচনার স্বার্থকতা হলো সুন্দর রূচিশীল বিষয় ও ছন্দোবদ্ধ বাক্য। বিক্ষিপ্ত ছন্দচালে যেমন কবিতার সৌন্দর্য নষ্ট হয়, তেমনি এলোমেলো বিষয় একত্রিত হলে কবিতা তার আবেদন হারায়। এজন্য কবিতা, গল্প, প্রবন্ধসহ যে কোন লেখার জন্য সুনির্দিষ্ট বিষয় নির্ধারণ করা যরূরী।

প্রিয় **মুহাম্মাদ আলী, ৪র্থ শ্রেণী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী!** তোমার 'আল্লাহ্র দান' নামের ছোট্ট কবিতায়

আমাদের সৃষ্টিকর্তা তা'আলার অসংখ্য নে'মতের কথা ফুটে উঠেছে। আল্লাহ যেমন আমাদের হাত-পা-চোখ দান করেছেন, তেমন রোদ-বৃষ্টি দিয়ে আমাদের উপর অনুগ্রহ করেন। যার শুকরিয়া আদায় করে শেষ হবে না। আর শোন! কবিতা রচনার জন্য ছন্দ ও তাল প্রয়োজন হয়। যে কোন রচনা বিশেষ করে কবিতা লেখার সময় নিজে আবৃত্তির চেষ্টা করবে। তাহলেই কবিতার সৌন্দর্য ও ছন্দপতন ধরা পড়বে। আরো সুন্দর কবিতা লেখার চেষ্টা কর।

প্রিয় **সাদিয়া রহমান, ৪র্থ শ্রেণী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (বালিকা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী!** তোমার পাঠানো কবিতার নাম 'ছালাত আদায় কর'। নিঃসন্দেহে ছালাত মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ইবাদত, পাঁচটি স্তম্ভের একটি। ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম ছালাতের হিসাব হবে। তাই ছালাত সময় মত ও সঠিক নিয়মে আদায় করতে হয়। তেমনি কবিতা লেখারও কিছু নিয়ম রয়েছে। যেমন কবিতার প্রত্যেক লাইনের শেষে মিল থাকবে নাকি এক লাইন পরপর মিল থাকবে তা কবিকে ঠিক করতে হয়। যে কোন একটা নিয়মেই কবিতা লিখতে হয়। তাহলে কবিতা সুন্দর হয়।

প্রিয় **মুস্তাকীম আহমাদ, ৫ম শ্রেণী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী!** চারজনের বন্ধুত্বের গল্পটি সুন্দর। বন্ধুত্বের গল্প শুনতে সবসময় ভালো লাগে, বিশেষ করে যদি বন্ধু হয় সৎ কাজের পথ প্রদর্শক। আর যে বন্ধু অন্যায়ের সহযাত্রী হয়, সে প্রকৃত বন্ধু নয়। তেমনি প্রতিদিনের সাধারণ ঘটনা কিন্তু স্বার্থক গল্প নয়। একটি স্বার্থক গল্প হয় সাধারণের মধ্যে অসাধারণ কিছু। প্রতিদিনের ঘটনার বাইরে হৃদয়ে দোলা দেওয়া ভিন্ন কোন কাহিনী। তাহলেই তা পাঠকের আবেগকে আপ্লুত করে। কখনো হাসায়, কখনো কাঁদায় কখনো বা গভীর চিন্তার খোরাক জোগায়।

প্রিয় **তাহমীদ, ৫ম শ্রেণী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী!** তোমার লেখা 'ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে কথোপকথন' পড়ে একটুখানি হাসলাম। কিন্তু পাঠকের কাছে প্রকাশের মতো হাস্যরস বা শিক্ষা তাতে ফুটে ওঠেনি। ছাত্রদের যেমন প্রশ্ন ভালোভাবে বুঝে উত্তর দিতে হবে, তেমনি শিক্ষকেরও উচিত সুন্দর প্রশ্ন করা। অযথা, অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করা প্রকৃত শিক্ষকের বৈশিষ্ট্য নয়। আগামীতে আরো সুন্দর সুন্দর লেখা দিও ইনশাআল্লাহ।

সোনামণি কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০২৪

১২ই অক্টোবর শনিবার, নওদাপাড়া, রাজশাহী : অদ্য সকাল ৮-টায় রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ময়দানে 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক রবীউল ইসলামের সভাপতিত্বে '২২তম বার্ষিক কেন্দ্রীয় সোনামণি সম্মেলন ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২০২৪' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসা কেন্দ্রের সাবেক উপ-প্রধান চিকিৎসক ডা. মুহাম্মাদ হেলালুদ্দীন ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান।

প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, শিশু-কিশোরদের মাঝে ভালো ও মন্দ কাজের উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে। বিশেষ করে ভালো কাজ দেখলে তাদের অন্তরে তার ছাপ পড়ে। তাই প্রত্যেক অভিভাবক ও মুরব্বীর উচিত তাদের দ্বীনী অনুষ্ঠানে নিয়ে যাওয়া যাতে তারা ভালো কাজের প্রতি উৎসাহিত হয়। কিছু আলেম আছেন যারা বাচ্চাদের মসজিদে যেতে নিষেধ করেন এমনকি মসজিদে বাচ্চাদের দেখলে তাদের তাড়িয়ে দেন। যা কখনোই ঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ (ছা.) শিশুদের দেখলে তাদের আদর-স্নেহ করতেন। তিনি নাতনী উমামাকে কোলে নিয়ে জুম'আর খুৎবা দিয়েছেন। তাই আমাদেরও উচিত শিশুদের ভালো কাজে উৎসাহিত করা এবং তাদের প্রতিভার মূল্যায়ন করা। সবশেষে তিনি সম্মেলনের বিশেষ অতিথিবৃন্দ, 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ', 'সোনামণি' আল-'আওন' ও 'পেশাজীবী ফোরাম'-এর সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীল, অভিভাবক ও সোনামণিদের ধন্যবাদ জানান।

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড.

মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পৃষ্ঠপোষক ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, উপদেষ্টা ড. শিহাবুদ্দীন আহমাদ ও নওদাপাড়া মারকাযের ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম। অতিথিগণ স্ব স্ব ভাষণে সম্মেলনকে স্বাগত জানান এবং সোনামণি বালক-বালিকাদের রাসূল (ছা.)-এর আদর্শে গড়ে তোলার এই সুন্দর প্রচেষ্টার জন্য মাননীয় প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালনা পরিষদকে ধন্যবাদ জানান।

সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন সম্মেলনের আহ্বায়ক 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক নাজমুন নাঈম। অতঃপর কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালকদের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন আবু রায়হান ও আবু তাহের মিছবাহ। 'সোনামণি' যেলা পরিচালকদের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন নওদাপাড়া মারকায সাংগঠনিক যেলার পরিচালক আজমাঈন আদীব, সিরাজগঞ্জ যেলার পরিচালক মুহাম্মাদ মুসলিমুদ্দীন, দিনাজপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার পরিচালক জিহাদুল ইসলাম ও কুমিল্লা যেলার পরিচালক আব্দুস সাত্তার। সম্মেলনে 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ', 'সোনামণি', 'আল-'আওন' ও 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম'-এর কেন্দ্রীয় ও যেলা দায়িত্বশীলবৃন্দ এবং ২৮টি যেলার নির্বাচিত সোনামণি প্রতিযোগী ছাড়াও বিপুল সংখ্যক সুধী ও সোনামণি সদস্য অংশগ্রহণ করে। সোনামণি সদস্যাগণ ও তাদের অভিভাবিকাগণ মারকাযের বালিকা শাখায় অবস্থান করেন ও সেখানেই তাদের কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। তাদের উত্তীর্ণদের নামসমূহ মূল প্যাণ্ডেল থেকে ঘোষণা করা হয় এবং বালিকা ক্যাম্পাস থেকে তাদের পুরস্কার হস্তান্তর করা হয়। সম্মেলনের পুরা অনুষ্ঠান প্রজেক্টরের মাধ্যমে বালিকা শাখায় সরাসরি দেখানো হয়।

সম্মেলনে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ সামিউল্লাহ (মেহেরপুর) এবং জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ হুযায়ফা (সাতক্ষীরা)। সম্মেলনে ৪জন যুবসংঘ সদস্য সহ 'সোনামণি' মারকায শাখার ১২ জন সদস্য মিলে 'যুলুমের পরিণাম' বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ ও শিক্ষণীয় 'সংলাপ'

পরিবেশন করে। যা সকলের প্রশংসা কুড়ায়। সবশেষে বিভিন্ন বিষয়ে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অতিথিবৃন্দ। সম্মেলনে সঞ্চালক ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু রায়হান।

উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় ২৪৭ জন বালক ও ১২০ জন বালিকাসহ মোট ৩৬৭ জন সোনামণি অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী মোট ৩৬ জন বিজয়ীকে পুরস্কার, ক্রেস্ট ও সনদপত্র প্রদান করা হয়। এছাড়াও প্রতিটি বিষয়ে আরও ৩ জন করে মোট ৩৬ জনকে বিশেষ পুরস্কার ও অন্যদের উৎসাহ পুরস্কার দেওয়া হয়। নিম্নে প্রতিযোগিতার বিষয় ও বিজয়ীদের নাম উল্লেখ করা হলো-

গ্রুপ-ক : ১. অর্থসহ হিফযুল কুরআন ও হাদীছ (সূরা যিলযাল, হুমাযাহ ও কাওছার এবং কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি হাদীছ)।

বালক : ১ম : মি'রাজুল ইসলাম (সাতক্ষীরা), ২য় : তাজবীর হাসান (রাজশাহী), ৩য় : মুহাম্মাদ ফাহাদ (কুমিল্লা)।

বালিকা : ১ম : মা'ছূমা (নওগাঁ), ২য় : লামিয়া আখতার (কুমিল্লা), ৩য় : ইফফাত জাহান হাফছাহ (রাজশাহী)।

গ্রুপ-খ ২. অর্থসহ হিফযুল কুরআন ও হাদীছ (সূরা হুজুরাত সম্পূর্ণ এবং কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১৫টি হাদীছ)।

বালক : ১ম : মুহাম্মাদ সামিউল্লাহ (মেহেরপুর), ২য় : আব্দুস সামী (কুমিল্লা), ৩য় : সালমান ফারেসী ফাহাদ (বগুড়া)।

বালিকা : ১ম : মুবাশশিরা (সিরাজগঞ্জ), ২য় : ছায়েমা (কুমিল্লা), ৩য় : তাওহীদা (কুমিল্লা)।

গ্রুপ-ক : ৩. সাধারণ জ্ঞান : বালক : ১ম : মুহাম্মাদ আব্দুল আহাদ (বগুড়া), ২য় : মুহাম্মাদ শিহাব (বগুড়া), ৩য় : মুহাম্মাদ আবরার যাহীন (কুমিল্লা)।

বালিকা : ১ম : মুসাম্মাৎ রওযা আমীন (বগুড়া), ২য় : তাসনীম আখতার (কুমিল্লা), ৩য় : ছিদরাতুল মুনতাহা (চাঁপাই নবাবগঞ্জ)।

গ্রুপ-খ : ৪. সাধারণ জ্ঞান : বালক : ১ম : ওয়ালীদ (সিরাজগঞ্জ), ২য় : মুহাম্মাদ রিয়ায আলম (রাজশাহী), ৩য় : মুহাম্মাদ ছিয়াম (বগুড়া)।

বালিকা : ১ম : ফাতেমা খাতুন (রাজশাহী), ২য় : লুবনা (রাজশাহী), ৩য় : তাশরীফ জাহান রিফা (দিনাজপুর)।

গ্রুপ-ক : ৫. সোনামণি জাগরণী : বালক : ১ম : মুহাম্মাদ হুযায়ফা (সাতক্ষীরা), ২য় : আবরার যাহীন (রাজশাহী), ৩য় : মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-ফাহীম (মেহেরপুর)।

গ্রুপ-খ : ৬. সোনামণি জাগরণী : বালক : ১ম : মুহাম্মাদ তামজীদ যামান হামযাহ (দিনাজপুর), ২য় : আসাদুল্লাহ (রাজশাহী), ৩য় : মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান (রাজশাহী)।

গ্রুপ-গ : ৭. দ্বীনিয়াত : বালক : ১ম : তাহমীদ আব্দুল্লাহ (কুমিল্লা), ২য় : মুহাম্মাদ রিযওয়ান (সাতক্ষীরা), ৩য় : মুহাম্মাদ হাসীবুল হাসান (সিরাজগঞ্জ)।

বালিকা : ১ম : নাশিতা তাসনীম (রাজশাহী), ২য় : মুসাম্মাৎ জান্নাতী আখতার (সিরাজগঞ্জ), ৩য় : মুসাম্মাৎ আয়েশা ছিদ্দীকা (সিরাজগঞ্জ)।

উল্লেখ্য, সম্মেলনে ২০২৩-২৪ সাংগঠনিক বর্ষে সার্বিক কার্যক্রম বিবেচনায় ‘সোনামণি’ সিরাজগঞ্জ যেলাকে অগ্রসর যেলা হিসাবে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

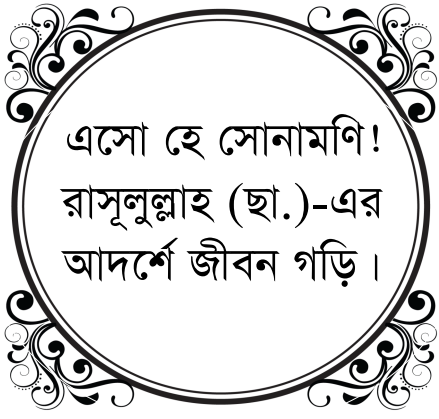

এলার্জি ও এজমা রোগীদের জন্য পরামর্শ

ডা. মহিদুল হাসান মা'রূফ
মেডিকেল অফিসার, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
ও সদস্য, আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম

কোল্ড এলার্জি বিষয়ে সতর্কতা : কোল্ড এলার্জি বা ঠাণ্ডাজনিত সমস্যা থেকে শিশুসহ সকলকে বাঁচতে হলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো খেয়াল রাখা অত্যন্ত যরূরী।

১. ঠাণ্ডা খাবার ও আইসক্রিম পুরোপুরি এড়িয়ে চলতে হবে।

২. কখনো সরাসরি ফ্যানের বাতাসের নিচে বসা যাবে না।

৩. জানালা বা দরজা দিয়ে যাতে ঠাণ্ডা হাওয়া প্রবেশ না করে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৪. বাইরের অতিরিক্ত ঠাণ্ডা পরিবেশ বা এসির বাতাস পরিহার করতে হবে।

৫. হালকা গরম পানি পান করতে হবে।

৬. ঠাণ্ডা খাবার গরম করে খেতে হবে।

৭. হালকা গরম পানিতে ওযূ ও গোসল করতে হবে। এক্ষেত্রে সহজ উপায় হলো পানি প্রখর রোদে রেখে হালকা গরম করা যেতে পারে।

৮. ঠাণ্ডা পানিতে হাত-মুখ ধোয়া ও ওযূ-গোসল করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

৯. যানবাহনে উঠলে সরাসরি বাতাসের দিকে না বসে বরং উল্টা মুখে বসতে হবে। যাতে দেহে বাতাস না লাগে।

১০. শীতল বাতাসে বা পরিবেশে গেলে সতর্কতার সাথে নাক ও মুখ কাপড় বা মাস্ক দ্বারা ভালোভাবে ঢেকে রাখতে হবে।

ডাস্ট এলার্জি বিষয়ে সতর্কতা : শীত ও বসন্তকালের শুষ্ক আবহাওয়ায় এসব সমস্যা বেশি হয়। তাই নিম্নোক্ত বিষয়গুলো মেনে চলা উচিত।

১. বিছানা, মেঝে কিংবা সোফায় জমে থাকা শুষ্ক ধুলা থেকে সাবধান থাকতে হবে। এছাড়াও দরজা-জানালার পর্দা, কার্পেট, পাপোশ, ফুলদানি, পুরাতন বই-খাতা, ফাইল, ঘরের ঝুল ও মাকড়সার জালে জমে থাকা ময়লা থেকেও সতর্ক থাকা যরূরী।

২. ধুলা-বালির কাছাকাছি গেলে অবশ্যই নাক-মুখ ভালোভাবে ঢেকে রাখতে হবে। যাতে এসবের প্রভাব থেকে নিরাপদ থাকা যায়।

৩. বাড়ি সর্বদা ধুলা মুক্ত রাখার চেষ্টা করতে হবে। আর এজন্য ঝাড়ু দেওয়ার সাথে সাথে দৈনিক অন্তত একবার ঘরের মেঝে ও জিনিসপত্র হালকা ভেজা কাপড় দ্বারা মুছে রাখতে হবে।

৪. বিছানার চাদর, বালিশের কভার, জানালা-দরজার পর্দা, সোফার কাভার, কার্পেট, মেঝেতে বিছানো পাটি, পাপোশ এগুলো অন্তত সপ্তাহে একবার পরিষ্কার করতে হবে।

৫. জিনিসপত্র ঝেড়ে পরিচ্ছন্ন করার পর এসব থেকে অন্তত ৩০ মিনিট দূরে থাকতে হবে। অথবা ৩০ মিনিট মাস্ক পরে নাক ও মুখ ঢেকে রাখতে হবে।

৬. পোষা প্রাণী যেমন- গরু, ছাগল, পাখি, মুরগি, কবুতর ও বিড়ালের শরীরে জমা ময়লা-আবর্জনা থেকে সতর্ক থাকতে হবে।

৭. বাতাসে ভাসমান তুলার আঁশ, ফুলের পরাগ রেণু, ঘরের চুনকাম, তীব্র সুগন্ধি, বডি স্প্রে, পাউডার, কসমেটিক, কোনকিছুর ঝাঁঝালো গন্ধ ইত্যাদির কাছে সরাসরি যাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

৮. বাগানে বা টবের গাছের পরিচর্যা করার সময়েও মাস্ক ব্যবহার করা উচিত। সরাসরি কোন ফুলের ঘ্রাণ নেয়া যাবে না।

৯. যাবতীয় ধোঁয়া থেকে সাবধান থাকতে হবে। বিশেষ করে হাঁপানি, শ্বাসকষ্ট, নাকের পলিপাস, নাকের এলার্জিক সমস্যার রোগীদের ধোঁয়া অবশ্যই পরিহার করতে হবে।

ফুড এলার্জির বিষয়ে সতর্কতা : এজমা, চোখ, নাক, স্কিনের এলার্জিক সমস্যা যাদের আছে, তাদের নিম্নের খাবার থেকে সচেতন থাকতে হবে। এলার্জি জাতীয় খাবারের মধ্যে অন্যতম হলো- হাঁসের ডিম, হাঁসের গোশত, গরুর গোশত, চিংড়ি মাছ, ইলিশ মাছ, পুঁইশাক, বেগুন, কচু, ওল, শিম, মসুরের ডাল, কালাইয়ের ডাল, কলা, আনারস, নারিকেল, কৃত্রিম রং মিশ্রিত খাবার। এছাড়াও যে খাবার খেলে এলার্জির সমস্যা হচ্ছে তা পরিহার করতে হবে।

ভাষা শিক্ষা

সারোয়ার মিছবাহ
শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী

প্রিয় সোনামণিরা! গত সংখ্যায় তোমরা সম্বন্ধবাচক বাক্যাংশ গঠন শিখেছ। এই সংখ্যায় তোমরা গুণবাচক বাক্যাংশ গঠন করতে শিখবে। নিচের শব্দার্থগুলো মুখস্থ কর এবং কায়েদাগুলো বুঝে নেয়ার চেষ্টা কর। খেয়াল রাখবে, শব্দার্থ মুখস্থের সময় বাংলা থেকে আরবী মুখস্থ করবে, আরবী থেকে বাংলা নয়।

বাংলা	আরবী	বাংলা	আরবী
গাছ	شَجَرَةٌ	সূর্য	شَمْسٌ
পাথর	حَجَرٌ	চাঁদ	قَمَرٌ
নদী	نَهْرٌ	তারকা	نَجْمٌ
সাগর	بَحْرٌ	পাহাড়	جَبَلٌ

কায়েদা-১ : নতুন খাতা, সুন্দর ঘড়ি, পুরনো কলম এই ধরনের কথাকে গুণবাচক বাক্যাংশ বা مُرَكَّبٌ تَوْصِيْفِيٌّ বলে। এই ধরনের বাক্যাংশ তৈরির জন্য বাংলাতে যেটা পরে থাকবে আরবীতে সেটাকে আগে নিয়ে আসতে হবে। দু'টি শব্দের প্রথমটিকে مَوْصُوْفٌ এবং পরেরটিকে صِفَةٌ বলে।

নিচের ছকের গঠনগুলো খেয়াল কর :

বাংলা	আরবী	বাংলা	আরবী
একটি ছোট চাবি	مِفْتَاحٌ صَغِيْرٌ	একটি নতুন কলম	قَلَمٌ جَدِيْدٌ
একটি বড় তালা	قُفْلٌ كَبِيْرٌ	একটি বড় মসজিদ	مَسْجِدٌ كَبِيْرٌ
একটি দুর্বল হাত	يَدٌ ضَعِيْفٌ	একটি মযবূত দরজা	بَابٌ قَوِيٌّ
একটি বন্ধ দরজা	بَابٌ مُغْلَقٌ	একটি প্রশস্ত রাস্তা	طَرِيْقٌ وَاسِعٌ
একটি প্রশস্ত রুম	حُجْرَةٌ وَاسِعَةٌ	একটি ভাল ডাস্টার	مِمْسَحَةٌ جَيِّدَةٌ

আশা করি তোমরা গঠনের ধরনটি বুঝতে পেরেছ। শব্দ দু’টির মাঝে তিনটি বিষয়ে মিল রাখতে হবে। (১) واحد-تثنية (২) معرفة-نكرة (৩) مذكر-مؤنث

নিচের ছকের গঠনগুলো খেয়াল কর :

বাংলা	আরবী
একটি নতুন কলম	قَلَمٌ جَدِيْدٌ
বড় মসজিদটি	اَلْمَسْجِدُ الْكَبِيْرُ
ছোট স্কেলটি	اَلْمِسْطَرَةُ الْصَغِيْرَةُ
সত্যবাদী রাশেদ	رَاشِدٌ الصَّادِقُ
বড় তালা দু’টি	اَلْقُفْلَانِ الْكَبِيْرَانِ

ওপরের নিয়মানুসারে নিচের ছকের আরবীগুলো গঠন কর :

বাংলা	আরবী
একটি মযবূত দরজা	بَابٌ .....
প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়টি	اَلْمَدْرَسَةُ .....
ছোট চাবিটি	.....
দু’টি উপকারী বই	..... كِتَابَانِ
ভালো ডাস্টার দু’টি	..... اَلْمِمْسَحَتَانِ
দু’টি নতুন কলম	..... جَدِيْدَانِ
দু’টি বড় মসজিদ	.....
দু’টি দুর্বল হাত	..... يَدَانِ
সুন্দর বাড়িটি	.....
দু’টি সুন্দর মোবাইল	.....
মিথ্যাবাদী খালেদ	.....

প্রতিবেশীর সাথে আদব

১. প্রতিবেশীকে সম্মান করা ও তার সাথে সদাচরণ করা।

২. প্রতিবেশীর জান-মাল ও সম্মান রক্ষা করা।

৩. প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেওয়া।

৪. প্রতিবেশীর প্রতি সুধারণা পোষণ করা।

৫. প্রতিবেশীর সুখে-দুখে সমব্যাথী হওয়া।

৬. অসুস্থ প্রতিবেশীকে দেখতে যাওয়া।

৭. নিজের পছন্দনীয় বিষয় প্রতিবেশীর জন্য পছন্দ করা।

৮. প্রতিবেশীকে হাদিয়া দেওয়া।

৯. প্রতিবেশীর দেওয়া হাদিয়াকে তুচ্ছ মনে না করা।

১০. প্রতিবেশীর দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা।

১১. প্রতিবেশীর জানাযায় অংশগ্রহণ করা।

১২. প্রতিবেশীর মৃত্যু হলে তার পরিবারের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা।

ক্বুইজ

১. সময় সম্পর্কে ইবনুল ক্বাইয়িম (রহ.) কী বলেছেন?
উ:.....

২. সবচেয়ে শক্তিশালী ঈমানের অধিকারী ছিলেন কে?
উ:.....

৩. প্রকৃত মুসলিম কে?
উ:.....

৪. রাসূলুল্লাহ (ছা.)-কে অনুসরণের জন্য আমাদের কী কী করতে হবে?
উ:.....

৫. যুলুম কত প্রকার ও কী কী?
উ:.....

এ অংশটি কেটে পাঠাতে হবে।

❑ **কুইজপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ : আগামী ২০শে ডিসেম্বর ২০২৪।**

গত সংখ্যার কুইজের সঠিক উত্তর

(১) হালাল ও ত্বাইয়েব (২) মাত্র ২০ মিটার (৩) হুযায়ফা (রা.) (৪) ৬৭ জন (৫) তিনটি ১.নিজেকে লজ্জা ২.মানুষকে লজ্জা ৩. আল্লাহকে লজ্জা

গত সংখ্যার কুইজ বিজয়ীদের নাম

১ম স্থান : হাফসা মনি, মা'হাদ-ক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (বালিকা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।

২য় স্থান : সুমাইয়া আখতার, ৩য় শ্রেণী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (বালিকা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।

৩য় স্থান : আল-মাহী, ৬ষ্ঠ শ্রেণী, দারুস সালাম সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা, বারকান্দি, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট।

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক
সোনামণি প্রতিভা
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল নং : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩

নাম :.....
প্রতিষ্ঠান :.....
শ্রেণী :.....
ঠিকানা :.....
.....
মোবাইল :.....

সোনামণির ১০টি গুণাবলী

❍ জামা'আতের সাথে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা।

❍ দৈনিক বাদ ফজর কমপক্ষে ১৫ মিনিট কুরআন তেলাওয়াত, নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন ও দ্বীনিয়াত শিক্ষা করা।

❍ পিতা-মাতা, শিক্ষক-মুরব্বী, পরিচিত-অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম দেওয়া ও মুছাফাহা করা এবং মুসলিম-অমুসলিম সকলের সাথে হাসিমুখে কুশল বিনিময় করা।

❍ ছোটদের স্নেহ ও বড়দের সম্মান করা এবং আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর ব্যবহার করা।

❍ সদা সত্য কথা বলা, সর্বদা ওয়াদা পালন করা ও আমানত রক্ষা করা।

❍ যে কোন শুভ কাজ 'বিসমিল্লা-হ' বলে শুরু করা ও 'আলহামদুলিল্লা-হ' বলে শেষ করা।

❍ মিসওয়াক সহ ওযূ করে ঘুমানো ও ঘুম থেকে উঠে ভালভাবে মিসওয়াক সহ ওযূ করা এবং প্রত্যহ সকালে উন্মুক্ত বায়ু সেবন ও হালকা ব্যায়ামের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান হওয়া।

❍ সেবা, ভালোবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে আদর্শবান হিসাবে গড়ে তোলা।

❍ বৃথা তর্ক, ঝগড়া-মারামারি এবং রেডিও-টিভির বাজে অনুষ্ঠান ও অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে চলা।

❍ পরস্পরকে হক ও ধৈর্যের উপদেশ দেওয়া এবং সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করা।

ছোট্ট সোনামণিদের জন্য সদ্য প্রকাশিত বর্ণমালা সিরিজ

অর্ডার করুন
০১৭৭০-৮০০৯০০
www.hadeethfoundationbd.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০

সদ্য প্রকাশিত

বিবাহ, পরিবার ও সন্তান প্রতিপালন

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

মানব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য অংশ হ'ল পরিবার। এক্ষণে যারা বিশুদ্ধ ইসলামের আলোকে পরিবার গড়তে চান ও সন্তান প্রতিপালন করতে চান, আদর্শ স্বামী ও আদর্শ স্ত্রীর স্বরূপ সম্পর্কে জানতে চান, সর্বোপরি ইসলামী পরিবার গঠনের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করে জান্নাতুল ফেরদাউসের অধিবাসী হ'তে চান, বইটি তাদের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করবে ইনশাআল্লাহ।

অর্ডার করুন
০১৭৭০-৮০০৯০০
www.hadeethfoundationbd.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০

অর্গানিক ফুড কর্ণার

১০০% খাটি

পুষ্টিগুণে ভরপুর
প্রাকৃতিক খেজুরের গুড়

গুড়ের উপকারিতা সমূহ

- গুড়ে পর্যাপ্ত আয়রন আছে। এটি রক্তস্বল্পতা রোধে সাহায্য করে
- উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা থাকলে গুড় খেতে পারেন
- হজমপ্রক্রিয়া উন্নতি করতে সাহায্য করে
- লিভার পরিষ্কার করতে সাহায্য করে
- কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে

৪ কেজি একসাথে নিলে 'দো'আ শিক্ষা' বই ফ্রি

অর্ডার করুন
০১৭৪৪-৯১৪৮৪৬
০১৫৬৮-১৮৩৪৫৬

ঠিকানা : মিজানুর রহমান
নওদাপাড়া, আম চত্বর, রাজশাহী

৬৮তম সংখ্যা | নভেম্বর-ডিসেম্বর | মূল্য : ২০/-

অহি-র জ্ঞানে আলোকিত হও! আদর্শ সমাজ গড়ার শপথ নাও!

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড অধিভুক্ত

মোহনপুর দারুলহাদীছ সালাফী মাদরাসা

মোহনপুর একদিলতলা হাটের পূর্বপার্শ্বে, মোহনপুর, রাজশাহী।

বালক শাখা : ০১৭১৫-৩১০৬৪১, বালিকা শাখা : ০১৭৮৯-২৬৬৮৪২

স্থাপিত ২০২৩ইং, ই-মেইল : Darulhadithsalafi@Gmail.Com

ভর্তি চলছে

(বালক ও বালিকা শাখা)

একই সাথে হিফয ও জেনারেল শিক্ষার সুযোগ।

আবাসিক | অনাবাসিক | ডে-কেয়ার

বিভাগ সমূহ :

১ হিফযুল কুরআন (হাফিযিয়া)
২ নাযেরা / মক্তব
৩ হিফয রিভিশন (হিফয শুনানী)
৪ শিশু শ্রেণী হ'তে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত।

প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক :
হাফেয তারেক বিন মুযাফফর
০১৭১৪-৭৩২২৯১

আপনার সন্তানকে বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমলের উপর গড়ে তুলতে আজই যোগাযোগ করুন